NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভোটে রাজনৈতিক দলের সুসময় কতটা স্থায়ী

বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ আরেক সাংসদের ৭

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৪ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 12.3.2024, Vol.17, Issue No. 270, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

শীর্ষ আদালতে খারিজ আর্জি, আজকের মধ্যেই এসবিআইকে দিতে হবে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্যপ্রকাশে স্টেট ব্যাংকের অতিরিক্ত সময় চাওয়ার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও টালবাহানা নয়, আজকের মধ্যে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে স্টেট ব্যাংককে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ১৫ মার্চ বিকেল ৫ টার মধ্যে নিজেদের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত নথি প্রকাশ্যে আনবে নির্বাচন কমিশন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দেয় সুপ্রিমকোর্ট। নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় স্টেট ব্যাংক ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যাবতীয় তথ্য দেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। এরপর সেই তথ্য জনসমক্ষে আনবে কমিশন। তবে নির্ধারিত সময়সীমার মাত্র ২ দিন আগে ৪ মার্চ শীর্ষ আদালতে এসবিআই জানায়, ওই সময়সীমার মধ্যে বন্ডের তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। ওই তথ্য জমা দিতে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সময় লাগবে। সোমবার সেই মামলায় এসবিআই-এর আর্জি শোনে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। শীর্ষ ব্যাংক আদালতকে জানায়, সমস্ত নথি একত্রিত করে কমিশনকে জমা দিতে কিছুটা সময় লাগবে তাদের। পালটা এসবিআইকে শীর্ষ আদালত প্রশ্ন করে, '২৬ দিন ধরে কী করছিলেন? কেন বন্ধ নথি খোলা হয়নি?' আদালত জানায়, 'শুধুমাত্র একটি সিলড কভার খুলতে হত এসবিআইকে। তা সংগ্রহ করতে হত এবং তা নির্বাচন কমিশনকে জমা দিতে হত।' সেটা না করে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় চাওয়ার জন্য এদিন দেশের শীর্ষ ব্যাংককে ভর্ৎসনা করে আদালত এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয় আগামিকাল অর্থাৎ ১২ মার্চের মধ্যে কমিশনকে সমস্ত নথি তুলে দেওয়ার জন্য। এবং ১৫ মার্চ বিকেল ৫ টার মধ্যে এই নথি কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে সেটাও জানিয়ে দেয় আদালত। সব মিলিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বেশ চাপে স্টেট ব্যাংক।

অ্যালকেমিস্ট মামলা, ১০.২৯ কোটি টাকা অ্যাটাচ করল ইডি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: অর্থলগ্নি সংস্থা অ্যালকেমিস্ট মামলার তদন্তে নেমে তৃণমূলের ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা অ্যাটাচ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দিল্লি দপ্তর। 'ডিমান্ড ড্রাফট' আকারে ছিল ওই টাকা, যা অ্যাটাচ করা হয়েছে। ওই অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে ইডি। ইডির টাকা অ্যাটাচ করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, ইডি চিঠি পাঠিয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। তাকেই এখন নেতিবাচক করে দেখানো হচ্ছে। ইডির তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, অ্যালকেমিস্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের তদন্তে নেমে তৃণমূলের ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্তা করা হয়েছে। ওই সংস্থার মালিক রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কেডি সিং। লখনউতে সিবিআই একটি এফআইআর দায়ের করেছিল। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পেরেছিল, আমানতকারীদের থেকে ১,৮০০ কোটি টাকা তুলেছিল সংস্থা। প্রচুর টাকা ফেরানোর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কোনও টাকাই ফেরানো হয়নি।

লোকসভা ভোট ঘোষণার আগেই দেশজুড়ে লাগু হয়ে গেল সিএএ

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে গোটা দেশে চালু হয়ে গেল সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সিএএ চালু হওয়ার কথা জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বিল পাশ হওয়ার পর চার বছর পর চালু হল হল সিএএ।

আইনে পরিণত হলেও প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে সিএএ-র ধারা-উপধারা যুক্ত হয়নি। ফলে বাস্তবে এই আইন কার্যকরও হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সই করার ছয় মাসের মধ্যে আইনের নির্দিষ্ট ধারা-উপধারা যুক্ত করতে হয়। অন্যথায় লোকসভা কিংবা রাজ্যসভার নির্দিষ্ট কমিটিগুলির কাছে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০২০ সাল থেকে আইন কার্যকর করার সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে আসছিল। এই বিলম্ব নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষও করছিল বিরোধী দলগুলি।

দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর সিএএ পাশ করিয়েছিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। ওই আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো মুসলিম ধর্মাবলম্বী দেশ থেকে যদি সে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে এ দেশে আশ্রয় চান, তা হলে তা দেবে ভারত। সংসদের দু'কক্ষে পাশ হওয়ার পরে দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও অনুমোদন দিয়েছিলেন সিএএ বিলে। কিন্তু এত দিন ধরে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, লোকসভা নির্বাচনের

বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র

আগেই দেশে সিএএ কার্যকর হবে। শুধু তা-ই নয়, শাহ এ-ও বলেছিলেন, শীঘ্রই সিএএ কার্যকরের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাবে।

গত মাসেই সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে কর্মরত এক আধিকারিক জানিয়েছিলেন, সিএএ কার্যকরের বিজ্ঞপ্তি লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগেই জারি হয়ে যাবে। এই আইনের নিয়ম বা ধারা তৈরি হয়ে গিয়েছে। নাম নথিভুক্তকরণের জন্য অনলাইন পোর্টালও প্রস্তুত।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'সিএএ-র গোটা প্রক্রিয়াই অনলাইনে হবে। সেখানে আবেদনকারীদের শুধু জানাতে হবে তাঁরা কবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।'

সিএএ কার্যকর করা নিয়ে দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেই টালবাহানা চলছিল। অন্য দিকে, করোনা পর্বের আগে থেকেই দেশের নানা প্রান্তে সিএএ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সারা দেশে সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে প্রাণ যায় প্রায় ১০০ জনের। বিজেপি বিরোধী দলগুলিই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সিএএ কার্যকরের বিরোধী। এখনও পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। তার আগেই গোটা দেশে চালু হয়ে গেল সিএএ।

'বাংলায় সিএএ কিছুতেই কার্যকর হতে দেব না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক পরিকল্পনা করেই ভোটের আগে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ লাগু করেছে কেন্দ্র। কেন সংশোধিত আইন পাশ হওয়ার পর তা লাগু করার জন্য চার বছর অপেক্ষা করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুঁশিয়ারি দিলেন বাংলায় কিছুতেই সিএএ চালু করতে দেবেন না। প্রধানমন্ত্রী সিএএ কার্যকর করার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করতে পারেন এই খবর প্রচার হওয়ার পরেই বিকেলে নবান্ন থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্যে নতুন আইন কার্যকর হতে দেবেন কি না, নতুন আইনের বিধি পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নিয়ে কোনও বৈষম্য করা হলে মানবেন না। এনআরসি-র নামে কাউকে নাগরিকত্ব বাতিল করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর চেষ্টা করলে কারও অধিকার কেড়ে নিলে তৃণমূল কংগ্রেস মাঠে নামবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সোমবার বিকেলে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি মমতার

বলেন, 'নির্বাচন এলে কিছু একটা খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ওরা। ইতিমধ্যে কিছু সংবাদমাধ্যম দেখাতে শুরু করেছে, আজ রাতের মধ্যে নাকি সিএএ চালু হবে। আমার কথা হল, ২০২০ সালে সিএএ পাশ হয়েছিল। তার পর চার বছর লেগে গেল। আজ নির্বাচনের দু'তিন দিন আগে সিএএ চালু করার প্রয়োজন হল? আসলে এটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যদি আজ সিএএ করে বলে আপনি নাগরিক, সেই জন্য কি মতুয়াদের আধার কার্ড বাতিলের চক্রান্ত হচ্ছিল? কিন্তু আমরা সবাই নাগরিক। বাংলা-সহ উত্তরপূর্ব ভারতে এটা সেনসিটিভ ইস্যু। এনিয়ে নতুন করে গোলমাল হোক আমরা চাই না। রমজান মাসের আগে কেন এই সিদ্ধান্ত সেটাও আমি জানি। ভয় পাবেন না চিন্তা করবেন না। কারো অধিকার কেড়ে নিলে তৃণমূল কংগ্রেস আওয়াজ তুলবে।'

ইডির উপর হামলার ঘটনায় ফের বনগাঁয় তদন্তে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ইডির উপর হামলার ঘটনায় ফের বনগাঁয় তদন্তে সিবিআই। চলতি বছর ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় তদন্তে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যর বাড়িতে এসেছিল ইডি। শঙ্করকে গ্রেপ্তারের সময় তার বাড়ির বাইরে উত্তেজিত জনতার ভিড় তৈরি হয়। আচমকা হামলা চালানো হয় ইডি আধিকারিকদের গাড়ির উপর। ইডি আধিকারিকদের গাড়ির উপরে হামলার ঘটনায় বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় ইডির তরফে। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্ট সেই তদন্তভার দেয় সিবিআই এর হাতে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিবিআই আধিকারিকরা শঙ্করের বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় আসেন এবং সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন এবং ভিডিওগ্রাফি করে নিয়ে যান। সোমবার ফের ইডির উপর হামলার ঘটনায় বনগাঁয় তদন্তে যায় সিবিআই ও তাদের ফরেনসিক টিম। হামলার ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেন তাঁরা। সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়া ডিজিটাল এভিডেন্স হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। এরপর পরবর্তীতে সিবিআই আধিকারিকরা বনগাঁ পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ-এর বাড়িতে যান। থ্রি ডি স্ক্যানার দিয়ে ইডির উপর হামলার ঘটনাস্থল ও শঙ্করের বাড়ির ছবি তোলেন তাঁরা। পরবর্তীতে শঙ্কর আঢ্যর স্ত্রী বনগাঁ পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান জোৎস্না আঢ্যর হাতে তিনটি নোটিস দেয় সিবিআই। সাড়ে তিন ঘণ্টা তদন্ত করবার পর বনগাঁ থেকে বেরিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা।

তবে শঙ্করের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে বেশ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা। সেটির তার খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সূত্রের খবর, সেই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভাকে নোটিস দিয়ে জানতে চায় সিবিআই আধিকারিকরা। পাশাপাশি, বনগাঁ থানার পুলিশের কাছেও জানতে চাওয়া হয় সিসি ক্যামেরা সংক্রান্ত তথ্য।

সন্দেশখালিতে সিবিআই তদন্ত বহালই রেখে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: সন্দেশখালি মামলায় শীর্ষ আদালতে ধাক্কা রাজ্যের। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিল আদালত। একইসঙ্গে রাজ্যকে 'সুপ্রিম' প্রশ্ন, শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারিতে এত দেরি কেন? তবে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে যে সব বিরূপ মন্তব্য ছিল, তা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। ৫৪ দিনের মাথায় অবশেষে গ্রেপ্তার হয়েছেন শাহজাহান শেখ। ইডির আর্জিতে সাড়া দিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয় হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেখানেও তারা ধাক্কা খেল। তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতেই রাখার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত। কেন শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করতে প্রায় দেড় মাস সময় লেগে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার থাকবে কার হাতে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চরমে টানাপোড়েন। প্রথম থেকেই ইডির দাবি ছিল, তদন্তভার দিতে হবে সিবিআইকে। কারণ, রাজ্যপুলিশ তদন্ত করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বলেই বার বার আদালতে তা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে শেখ শাহজাহানকে কে গ্রেপ্তার করবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শেষে আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির 'বাঘ'কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রথমে হেপাজতে ছিলেন তিনি। বর্তমানে সিবিআই হেপাজতে আছেন শেখ শাহজাহান।

ইডির উপর হামলায় প্রথম গ্রেপ্তার করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। বস্তুত, সন্দেশখালিতে ইডির উপ হামলার ঘটনায় এটাই সিবিআইয়ের প্রথম গ্রেপ্তারি। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শাহজাহান শেখ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা জিয়াউদ্দিন মোল্লা। তিনি সরবেড়িয়া-আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এ ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিদারবক্স মোল্লা এবং ফারুক আকুঞ্জি নামে শাহজাহানের আরও দুই শাগরেদকে। সোমবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সন্দেশখালিতে সিবিআই নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ এবং পরিবারের কয়েক জন সদস্যকে নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। পাশাপাশি সন্দেশখালি গিয়ে ইডির উপর হামলার তদন্ত করছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ন্যাজাট থানার অন্তর্গত রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে যান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। খোঁজ নেওয়া হয় শাহজাহান-ঘনিষ্ঠদেরও। সোমবার বিকেলে সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা গিয়ে পৌঁছন শাহজাহানের পাশের বাড়িতে। খোঁজ নেওয়া হয় রহমান আকুঞ্জি নামে এক জনের। হাতে নোটিস ছিল সিবিআই আধিকারিকের। কিন্তু ওই বাড়ির এক মহিলা সদস্য বেরিয়ে এসে জানান যে রহমান বাড়িতে নেই। তখন সিবিআই আধিকারিক ওই পরিবারের সদস্যের নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিস ধরিয়ে দেন। ঠিক তখনই আর এক মহিলা সদস্য প্রায় খামচে ওই কাগজটি নিজের হাতে নেন। তার পর কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দেন মাটিতে। অকস্মাৎ এবং এত দ্রুত ওই ঘটনা ঘটে যে প্রায় চমকে যান আধিকারিকরাও। যদিও রহমানের খোঁজ না পেয়ে ফিরে যান তাঁরা।

অস্কার মঞ্চে 'ওপেনহাইমার'-এর দাপট, ৭টি বিভাগে এল পুরস্কার

লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ মার্চ: প্রত্যাশা মতই ফলাফল। বিগত কয়েক মাসে চলচ্চিত্র জগতের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার মঞ্চে জয়যুক্ত হয়েছে ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ছবি 'ওপেনহাইমার'। রবিবার (ভারতীয় সময় অনুসারে সোমবার সকাল) ৯৬তম অ্যাকাডেমি আওয়ার্ডসের মঞ্চেও একাধিক বিভাগে পুরস্কৃত হল ছবিটি। সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে অস্কারের আসর বসে। চলতি বছরে অস্কারে মোট ১৩টি বিভাগে মনোনীত হয়েছিল 'ওপেনহাইমার'। তার মধ্যে সেরা ছবি, সেরা পরিচালক-সহ ৭টি বিভাগে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে এই ছবি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার লস অ্যালামস ল্যাবরেটরির অধিকর্তা ছিলেন পদার্থবিদ ও 'পরমাণু বোমার জনক' জে রবার্ট ওপেনহাইমার। তাঁর জীবন ও 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'-এ তাঁর ভূমিকা এই ছবির নির্যাস। সোমবার এই ছবির নামভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার অস্কার জিতেছেন অভিনেতা কিলিয়ান মার্ফি। সেরা সহ-অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন রবার্ট ডাউনি জুনিয়র। চলতি বছরে অস্কারের মঞ্চে সেরা ছবির দৌড়ে 'ওপেনহাইমার' ছাড়াও ছিল 'বার্বি', 'কিলার্স অফ দ্য ফ্লাওয়ার মুন', 'অ্যানাটমি অফ আ ফল', 'মায়েস্ত্রো'-সহ বেশ কিছু চর্চিত ছবি। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছে নোলান পরিচালিত 'ওপেনহাইমার'ই। এর আগে একাধিক বার মনোনয়ন পেলেও এই প্রথম পরিচালক হিসেবে অস্কার জিতলেন নোলান। অস্কারের ইতিহাসে এর আগে নোলান পরিচালিত বিভিন্ন ছবি মোট ৪৯টি মনোনয়ন পেয়েছিল, যার মধ্যে পুরস্কার এসেছে ১১টি। সোমবার পুরস্কার নিতে উঠে তিনি বলেন, 'সিনেমার ইতিহাস মাত্র একশো বছরের কিছু বেশি। এর পর কী হবে, জানি না। কিন্তু আমি যে তার অর্থপূর্ণ অংশ, সেই উপলব্ধি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।' অন্যদিকে, নিজের বক্তব্যে পৃথিবীতে শান্তির বার্তার উপর জোর দেন কিলিয়ান। বলেন, 'যে মানুষটা পরমাণু বোমার আবিষ্কারক, আমরা তাঁর বায়োপিক তৈরি করেছি। ভাল হোক বা খারাপ, আমরা সেই জগতেই বাস করছি। যাঁরা বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করছেন, এই পুরস্কার আমি তাঁদের উৎসর্গ করছি।"এ ছাড়াও, সেরা সিনেমাটোগ্রাফির জন্য পুরস্কার জিতেছেন ছবির ডিওপি হোয়তে ভ্যান হোয়েতেমা। সেরা সম্পাদকের পুরস্কার পেয়েছেন জেনিফার লেম। সেরা মৌলিক সুরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সুরকার লুডভিগ গোরানসান। গত বছর জুলাই মাসে ভারতে মুক্তি পায় 'ওপেনহাইমার'। মুক্তির পরেই দেশের বক্স অফিসে ছবিটি ঝড় তোলে। চলতি বছরে বাফটা (ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস) ও গোল্ডেন গ্লোবস পুরস্কারের মঞ্চেও ছবিটি যথাক্রমে ৭টি ও ৫টি পুরস্কার জিতেছে।

প্রয়াত শিল্প নির্দেশককে শ্রদ্ধার্ঘ্য

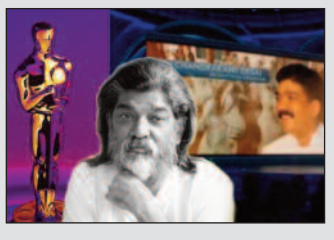

লস অ্যাঞ্জেলস, ১১ মার্চ: অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস-এর মঞ্চে 'মেমোরিয়াম' শীর্ষক বিভাগে প্রতি বছর বিশ্ব চলচ্চিত্রের নির্বাচিত প্রয়াত বিশিষ্ট জনেদের স্মরণ করা হয়। অস্কার মঞ্চে প্রয়াত ভারতীয় শিল্প নির্দেশক ও প্রযোজক নিতিন দেশাইকে স্মরণ করা হল। গত বছর ২ অগস্ট আত্মহত্যা করেন ৫৭ বছর বয়সি নিতিন। মহারাষ্ট্রের কারজাতের স্টুডিও থেকে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। অস্কার মঞ্চে নিতিনকে তাঁর পুরো নাম 'নিতিন চন্দ্রকান্ত দেশাই' হিসেবেই উল্লেখ করা হয়। তাঁর সেরা কাজের কিছু ঝলক মঞ্চে প্রদর্শিতও হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৩৯ নং এফিডেভিট বলে Nimai Pal S/o. Khitish Chandra Pal ও Nemai Ch. Paul S/o. K. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৮৫ নং এফিডেভিট বলে Ganga Prosad Kundu S/o. Dinesh Chandra Kundu ও Gangaprosad Kundu S/o. D. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩২ নং এফিডেভিট বলে Arun Santra S/o. Gour Santra ও Arun Kr. Santra S/o. Lt. G. M. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩১ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Kumar Ghosh S/o. Bijay Kumar Ghosh ও Sanjay Ghosh S/o. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৩৬ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Sheet ও Sanjoy Kr. Sheet S/o. Panchanan Sheet সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৩৫ নং এফিডেভিট বলে Ajoy Kumar Barik S/o. Bholanath Barik ও Ajay Kr. Barik S/o. B. N. Barik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই মার্চ।২৮ শেষ ফাল্গুন, মঙ্গলবার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ। সিংহ রাশি আজ

সিংহ রাশি : শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্ম তিথি। রমজান মাস শুরু। ইসলাম ধর্মবলম্বী দের উপবাস (রোজা) শুরু।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৯/১২/১৯ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৮১৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Hamim Halder (old name) S/o. Abul Hasan Halder R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hamim Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohammad Hamim Halder & Hamim Halder S/o. Abul Hasan Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২২ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Maksuda Khatun W/o. Hafiz Khandakar Md Enamul Bari R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি, Maksuda Begum (Old Name) & Maksuda Khatun (New Name), আমার পুত্র Khandokar Md Israrul Bari (Old Name) & Khandakar Md Israrul Bari (New Name) ও আমার স্বামী Khandokar Mohamed Enamul Bari (Old Name) & Khandakar Md Enamul Bari (New Name) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৩/২২ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৫৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Maksuda Khatun W/o. Hafiz Khandakar Md Enamul Bari R/o. Belpara, Dakshindihi, Jangipara, Hooghly-712706, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Maksuda Begum (Old Name) & Maksuda Khatun (New Name), আমার পুত্র Kh Md Irfanul Bari (Old Name) & Khandakar Md Irfanul Bari (New Name) and আমার স্বামী Kh Md Enamul Bari (Old Name) & Khandakar Md Enamul Bari (New Name) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৮২৭ নং এফিডেভিট বলে Samares Saha S/o. Jogesh Chandra Saha ও Samaresh Saha S/o. J. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sangram Mukherjee S/o. Subrata Mukhopadhayay R/o. 677, Balagarh Road, Near Bandel Church, Chinsurah, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subrata Mukherjee & Subrata Mukhopadhayay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৭৬ নং এফিডেভিট বলে Dilip Karmakar S/o. Gopal Karmakar ও Dilip Kr. Karmakar S/o. G. Ch. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩১ নং এফিডেভিট বলে Prasun Kumar Mukhopadhyay S/o. Sankar Prasad Mukherjee ও Prasun Kr. Mukherjee S/o. S. Prd. Mukherjee, Sankar Prasad Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Monoruddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Jainuddin ও Sk. Joynul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৮১ নং এফিডেভিট বলে Hamid Hussain Sheikh S/o. Sk. Jakir Hussain ও Sk. Hamid Hossen S/o. Sk. J. Hossen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৮২ নং এফিডেভিট বলে Keshab Chandra Dhara S/o. Nidhubhushan Dhara ও Keshab Dhara S/o. N. Dhara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৭৮ নং এফিডেভিট বলে Akshay Kumar Bardhan S/o. Fakir Chandra Bardhan ও Akshaya Kr. Bardhan S/o. Lt. F. Ch. Bardhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Subodh Kumar Saha S/o. Biswanath Saha ও Sushil Saha S/o. Biswanath Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Manish Khemka S/o Anand Khemka residing at Godhuli Apartment, 37A, Garch Road, Flat-5B, Kolkata-700019, do hereby Solemnly affirm and declare Before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata by Affidavit No. 14808 Date 05th March 2024, That my correct name is recirder as Manish Khemka in all my documents but my name is wrongly recorded as Manish Kumar Khemka in the Marks Statement issued by Central Board of secondary Education. By this affidavit I declare that both Manish Khemka and Manish Kumar Khemka are the same and one identical person.

LOST & FOUND

I, **Fahad Akhtar** S/o. Faiz Akhtar R/o. Bandel Bazar, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. do hereby declared that **my original Class-X ICSE Admit, Marksheet & Pass Certificate being Roll No. 6830426 and Class-XII CBSE, Admit, Marksheet being Roll No. 12685608 and also Birth Certificate being Form No. 0730774 (issued by Bihar) which has been misplaced from my residence**. I never find out my above said documents from any corner, vide Affidavit No. 493 dtd. 11/03/2024 before Notary Public, Hooghly at Chinsurah Court. I also lodged a General Diary before the Bandel P.P. under Chandannagar Police Commissionerate, being G.D.E. No. 128 dated 05.03.2024. Now I want to get further documents of my Class-X & Class-XII Admit, Marksheet, Pass Certificates and also Birth Certificate from the concerned authority through this Affidavit.

বিজ্ঞপ্তি

Under order 1 Rule 8 CPC
Rampurhat Civil Judge Jr. Div. 1st Court
Delegate Court T.S 415/2021

বাদী
রামপুরহাট ১৩ নং ওয়ার্ড, সারদাপল্লী জনসাধারনের পক্ষে ও স্বয়ং সুমিত রাম দিগর
বিবাদী প্রফুল্ল লেট্ দিং

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে রামপুরহাট ১৩ নং ওয়ার্ড সারদাপল্লী জনসাধারনের পক্ষে সুমিত রাম পিতা শিবশঙ্কর রাম, বিকাশ মন্ডল পিতা মৃত বিষ্ণুপদ মন্ডল, সুনীল কুমার মন্ডল পিতা মৃত পশুপতি মন্ডল, সর্ব সাং- রামপুরহাট ১৩ নং ওয়ার্ড, বিবাদী হিসাবে প্রফুল্ল লেট পিতা দুকড়ি লেট, মোকাবিলা বিবাদী ভারতী রায় স্বামী বিবেকানন্দ রায়, সর্ব সাং-রামপুরহাট ১৩ নং ওয়ার্ড, চেয়ারপারসন রামপুরহাট মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রীক্ট কালেক্টার বীরভূম, এর বিরুদ্ধে রামপুরহাট থানার অধীন নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া রামপুরহাট প্রথম মুনসেফী আদালতে টি.এস ৪১৫/২০২১ নং মোকর্দ্দমা **ABCD** চিহ্নিত স্থান রাস্তা হিসাবে easement স্বত্ব দাবী করিয়া দায়ের করিয়াছেন। যদ্যপি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার দাবী বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে মাননীয় আদালতে আপত্তি/দাবী দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনানুগ আদেশ হইবে।

তপশীল
জেলা-বীরভূম, থানা-রামপুরহাট, মৌজা-রামপুরহাট, জে. এল নং-৭৭, দাগ নং ও পরিমান নিম্নরূপ- ১২৭-৭৬ শতক, ১০২-১৭ শতক, ৩০-৪১ শতক, আর.এস-১৪০, এল.আর-১০৩ - ১৪ শতক, আর.এস-১৪১, এল.আর-১০৬ - ৫২ শতক। রাস্তা **ABCD** চিহ্নিত স্থান যাহা উক্ত দাগের মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিনে বিস্তৃত এবং যাহা সীতারাম রাইস মিল রোড যাহা **EFGH** চিহ্নিত স্থান এর সহিত যুক্ত হয়েছে।

অনুমত্যানুসারে
রিম্পা চ্যাটার্জী
সেরেস্তাদার, রামপুরহাট সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন প্রথম আদালত

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পূর্ব বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট জজ (সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন) বর্ধমান
Letters of Administration Case - 02 of 2021

দরখাস্তকারী ঃ - শ্রী দেবদত্ত সিন্হা রায়, পিতা- স্বর্গীয় প্রবীর কুমার সিন্হা রায়, সাকিম - রবীন্দ্রভিলা, রাধানগর, ৬ কে. সি. বোস লেন, ষষ্ঠীতলা, থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১০১।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী ঠাকুর দা (দাদু) সৃঞ্জয় কুমার সিংহ রায়, নামাঙ্কিত পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, তিনকোনিয়া বর্ধমান শাখার Safe Deposit Locker No - AA0X04X সম্পর্কিত আদেশ পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। দরখাস্তকারী প্রার্থিত আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিন ইংরাজি 12/04/2024 তারিখে অতি অবশ্যই আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইবে।

SCHEDULE
(Description of Locker)

All that piece and parcel of one bank locker being safe Deposit Locker No. AA0X04X in Punjab National Bank, Tinkonia Branch at Burdwan, District- Purba Bardhaman in favour of Sri Srinjoy Kumar Singha Roy, Smt. Anjali Singha Roy, Sri Prabir Kumar Sinha Roy and Sri Debdatta Sinha Roy respectively having C.I.D. No. AUU004686, AUU023639, AUU009691 and AUU023640 respectively.

By Order of the Court
Sd/-
SAUMYA CHAKRABORTY
Sharistader
Civil Judge (Senior Division) I/C
Burdwan
15/12/23

বিজ্ঞপ্তি

মহকুমা, খড়্গপুর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন আদালত
প্রবেট কেস নং ২২/২০২২

দরখাস্তকারী- কবিতা রানী দে, স্বামী- ঁপশুপতি দে, সাং-মনিনাথ পুর, পোঃ- মদনমোহন চক, থানা- নারায়ন গড়, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

...প্রতিপক্ষ সর্বসাধারন

এতদ্বারা সর্বসাধারন কে জানানো যায় যে, উপরি লিখিত ঠিকানায় বসবাস কারী অর্ধুনা মৃত পশুপতি দে-এর স্ত্রী কবিতা রানী দে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত, মনিনাথপুর মৌজার ১১৪ নং খতিয়ানের সম্পত্তি লইয়া একটি will probate মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে, উক্ত উইলটি প্রবেট পাইবার জন্য, তদ্ সম্পর্কে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে উক্ত মোকর্দ্দমার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবকে আদেশ হইবে।

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার-
খড়্গপুর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশান /
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, খড়্গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১-০৩-২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

‘হাওয়ায় ভেসে’ রাজনীতি করি না, দাবি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০১৯ সালের মতোই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে ঘাসফুলের টিকিট পেলেন না দুর্দিনের সৈনিক অর্জুন সিং। টিকিট না মেলায় তিনি ভীষণ আঘাতও পেয়েছেন। রবিবার সন্ধের পর থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত জগদ্দলের মজদুর ভবনে তাঁর অফিসে তিনি দফায় দফায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তিনি মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করেন। তিনি ‘হওয়ায় ভেসে’ রাজনীতি করেন না। সেইজন্য মানুষের আশীর্বাদ সবসময় তাঁর মাথার ওপর থাকে। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরে আসা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, তৃণমূলে ফিরে আসা কিছুটা ভুল হয়েছিল তাঁর। যদিও দলবদলের জল্পনা এদিন তিনি জিইয়ে রাখলেন। এদিন সাংসদ আরও বলেন, টিকিট পাবার আশায় তিনি ব্রিগেডের সভা মঞ্চে

গিয়েছিলেন। কিন্তু মঞ্চে বসে ঠিক ১১-৪৬ মিনিট নাগাদ তিনি জানতে পারেন তাঁকে তৃণমূল থেকে প্রার্থী করা হচ্ছে না। তা-ও তিনি দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে মঞ্চেই বসেছিলেন। যাতে কেউ ‘বিদ্রোহী’ না বলতে পারে।

ব্রিগেড সাফাই অভিযান...। *ছবি- অদিতি সাহা*

নিজের হাতে দেওয়াল লিখন দিয়ে প্রচার শুরু প্রসূনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার হাওড়ার বালি এলাকার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে জনসংযোগ কর্মসূচির সূচনা করলেন হাওড়া সদর কেন্দ্রের তিনবারের সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বালির ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চাননতলা থেকে লাল গেট পর্যন্ত প্রসূন প্রচার পর্ব সারেন। এছাড়াও লিলুয়া পঞ্চাননতলায় ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে পুজো দিয়ে সোমবার প্রচার শুরু করেন প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বালির বিধায়ক ডা রাণা চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নিজে হাতে দেওয়াল লেখার কাজও করেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। লিলুয়া পঞ্চানন তলায় জনসংযোগ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট শিশুকে কোলে তুলে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারেন।

প্রচারে প্রসূন বলেন, ‘হাওড়ার মানুষ তিনবার জিতিয়েছেন, এটা চতুর্থ বার হবে। নিশ্চিত জয় হবে। এবার জিতে হাওড়ার খোলা ড্রেন ঢাকার কাজ শুরু করব। এগুলো ঢাকা দেওয়ার খুব দরকার।’ রবিবার ব্রিগেডের জনগর্জন সভায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর সোমবার সকালে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচার শুরু করেন। নিজের জয় নিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত দেখা গেল হাওড়া সদর থেকে জয়ী তিনবারের সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ওপপো নিয়ে এল এফ-২৫ প্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওপপো ইন্ডিয়া ভারতে নিয়ে এল এফ-২৫ প্রো ৫জি। সংস্থার তরফ থেকে এর দুটি ভ্যারিয়ান্ট লঞ্চও করা হয়েছে। সোমবার মহানগরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে লঞ্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওপপো ইন্ডিয়ার পণ্য বিশেষজ্ঞ সৌম্য শাহ বলেছেন যে এই ফোনটি গ্রাহকদের প্রতিটি প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কলর ওএস ১৪ এ চলমান এই মোবাইলটি চমৎকার পারফরম্যান্স প্রদান করে। এফ-২৫ প্রো ৫জি

বাজারে এর প্রতিদ্বন্দ্বী মোবাইলগুলির তুলনায় অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য সহ উপলব্ধ। নতুন লাভা রেড কালারে উপলব্ধ এই স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ৬৪ এমপি রিয়ার ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ, যার ফ্রন্ট এবং রিয়ার শুটারে ৪কে ভিডিও রেকর্ডিং করা যাবে। সঙ্গে রয়েছে, ৬.৭ ইঞ্চি বর্ডারলেস অ্যামোলেড ডিসপ্লে, অক্টা-কোর ডাইমেনসিটি এবং ৫০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ারের ফাস্ট-চার্জিং ব্যাটারি। ৭.৫৪ পাতলা স্মার্টফোনটির ওজন মাত্র ১৭৭ গ্রাম।

ভাঙড় ও কাশীপুর ভেঙে ৪টি থানার ডিভিশনে হবে আরও ৪ থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শুরুতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড় ও কাশীপুর থানাকে কলকাতা পুলিশের আওতায় এনে নতুন ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ওই ডিভিশনে ভাঙড় ও কাশীপুর ভেঙে তৈরি হওয়া মোট ৪টি থানা রয়েছে। এই থানাগুলি হল ভাঙড়, উত্তর কাশীপুর, পোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর। আগামী দিনে এই ডিভিশনে আরও ৪টি নতুন থানা হবে। এই ৪টি প্রস্তাবিত থানা হল হাতিশালা, বিজয়গঞ্জ বাজার, মাধবপুর ও বোদরা। সূত্রে জানা গিয়েছে, নরেন্দ্রপুর থানা ভেঙে যে ২টি নতুন থানা তৈরি করা হচ্ছে সেই খেয়াদহ এবং আটঘরা থানাও চলে আসছে ভাঙড় ডিভিশনের অধীনে। সেই হিসাবে এই ডিভিশনের অধীনে এখন ৪টি থানা থাকলেও খুব শীঘ্রই তা বেড়ে ৬টি হতে চলেছে এবং আগামী দিনে তা আরও বেড়ে ১০ হতে চলেছে। এবার অরুণ খেয়াদহ এবং আটঘরা থানার জন্য রাজ্য সরকার ৩১৪টি পদের অনুমোদন দিয়ে দিল।

দক্ষিণ শহরতলি এলাকার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসাবে গত কয়েক দশকে উঠে এসেছে নরেন্দ্রপুরের নাম। আগে যে এলাকার পরিচিতি ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক স্কুলের জন্য এখন সেই এলাকাই ক্রমাগত জনবহুল হয়ে পড়ছে একের পর এক আবাসন ও বহুতল মাথা তোলায়। লোকসংখ্যা বাড়ায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অপরাধও। আর তাই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনে থাকা নরেন্দ্রপুর থানাকে ভেঙে নতুন আরও ২টি থানা তৈরি করা হবে। নরেন্দ্রপুর থানা আগের মতোই বারুইপুর পুলিশ জেলাতেই থাকবে। তবে এই থানা ভেঙে নতুন করে তৈরি হতে চলা খেয়াদহ এবং আটঘরা নামের দুটি থানা কলকাতা পুলিশের অধীনে থাকবে। সেই হিসাবে বারুইপুর পুলিশ জেলার আকার কিছুটা কমলেও থানার সংখ্যা একই থাকছে। অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা এলাকা ও থানার সংখ্যা দুটোই বাড়ছে। এখন সেই খেয়াদহ এবং আটঘরা থানার জন্য ১৫৭টি করতে মোট ৩১৪টি পদের অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন। সেই মর্মে প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞপ্তিও।

রোজার আগেই ফলের দামের আগুনে হাতে ছ্যাঁকা ও চোখে জল রমজানীদের

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

মঙ্গলবার থেকে এই বছরের রমজান মাস চালু হতে চলেছে। তার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই ফলের দামে আগুন লেগেছে। স্বভাবতই রমজানের এই বিশেষ পর্বের আগেই ফলের দামে জল ঝরছে ক্রেতাদের চোখ থেকে। ফলের দামে হাতে ছ্যাঁকা খাচ্ছে ক্রেতারা। এই বছরে বড় আড়তদারদের থেকে পরিবহণের গাড়ির যোগান কম থাকার দরুন দাম বাড়ছে হুহু করে। আর এর জেরে বাজারে ফলের দাম বেশি। আর তাতেই রমজানকারী ক্রেতাদের হাতে ছ্যাঁকা লাগছে ফলের দামে। অগত্যা কোপ পড়ছে ফল ক্রেতাদের বাজেটে। মার্চ মাসের ১২ তারিখ মঙ্গলবার থেকেই শুরু হচ্ছে রমজান মাস তাই বাজারে বেড়েছে ফলের দাম। হাওড়ার ধুলাগড়ি এলাকার পাইকারি ফল বাজার বেশ চড়া। আর সোমবার সন্ধ্যা থেকেই সেই ফল বাজারে ক্রমশই ভিড় বাড়ছে। হুগলির উত্তরপাড়া থেকে ধুলাগড়ি পাইকারি ফলের বাজারে এসেছেন আব্দুল মাসুদ শেখ। তিনি বলেন, এবছর ফলের দাম অনেক বেড়েছে। আমি প্রতি বছর খুচরো বিক্রির জন্য এখান থেকে ফল কিনছি। এত দাম ছিল না। এই বছর অপ্রত্যাশিত ফলের দাম খুবই চড়া। তরমুজের দাম ৫০টাকা, যা খুচরো বাজের ৬০-৭০ টাকা দামে বিক্রি করতে হবে। রমজানের জন্যই দাম বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

সারেঙ্গা পোল থেকে নজরুল ইসলাম বলেন, চড়া দামে হলেও মানুষকে কিনতে হবে ও রোজা পালন করতেই হবে। তার মতোই অন্যান্য খুচরো বিক্রেতারা

চড়া দামেই রোজার জন্য ফল কিনছেন, এছাড়াও নিজেদের পরিবারের জন্য বাজারে ফল কিনতে এসেছেন অন্য ক্রেতারাও।

হাওড়ার কোরোলা থেকে প্রথম রোজার দিনে ইফতারের জন্য ফল কিনতে এসেছেন আব্দুল লস্কর। তিনি বলেন, ফলের যা দাম হাত দেওয়া যাচ্ছে না। সবকিছুর মারাত্মক দাম। গরিব নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এটা সরকারের দেখা উচিত যাতে সকলের নাগালের মধ্যে এই সময়ে ফলের দাম থাকে।

বিক্রেতা সকলেই স্বীকার করছেন ফলের দাম এখন বেশি। চড়া দামেই তাদেরকেও কিনতে হচ্ছে ফল। যদিও ফলের দাম আরও বাড়বে বলেই দাবি বিক্রেতাদের।

বাজারের পাইকারি ফল বিক্রেতা সাইফুদ্দিন মোল্লা জানান, দাম আরও বাড়বে বলেই মনে করছি। প্রতি কেজিতে আরও ২-৩ টাকা বাড়বে। ক্রেতারা চাইছেন কম দামে, কিন্তু আমরাই কমে পাচ্ছি না, দেব কি করে। অতএব উৎসবের মরশুমে মনের মতো ফল কিনতে গেলে বেশ ভালো মতোই বেগ পেতে হবে সকলকে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৪ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩০ মঙ্গলবার

সন্দেশখালিতে ইডির আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় সিবিআইয়ের প্রথম গ্রেপ্তারি। হামলার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। বস্তুত,ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শাহজাহান শেখ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা জিয়াউদ্দিন মোল্লা। তিনি সরবেড়িয়া-আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে দিদারবক্স মোল্লা এবং ফারুক আকুঞ্জি নামে শাহজাহানের আরও দুই শাগরেদকে।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন মামলার তদন্তে শাহজাহানের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। কিন্তু ইডির আধিকারিকদের উপরে হামলার অভিযোগ ওঠে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে। ওই দিনের ঘটনায় জিয়াউদ্দিন-সহ আরও কয়েক জন নেতা সিবিআইয়ের সন্দেহের

তালিকায় ছিলেন। সোমবার নোটিস দিয়ে জিয়াউদ্দিন, দিদারবক্স এবং ফারুককে ডেকে পাঠানো হয় কলকাতার নিজাম প্যালেসে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিয়াউদ্দিনের আইনজীবী জানান, সন্ধ্যা ৬টায় তিনি সিবিআইয়ের কাছে খবর পান যে তাঁর মক্কেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারি রেশন মামলার তদন্তে গিয়ে শাহজাহানের 'অনুগামীদের' হাতে প্রহৃত হন ইডির পাঁচ আধকারিক। মার খেয়ে তিন আধিকারিককে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। ইডি অভিযোগ করে, শুধু মারধরই নয়, তাঁদের আধিকারিকদের কাছে থাকা মোবাইল, ল্যাপটপ এবং নগদ টাকাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ইডির উপর হামলার অভিযোগের তদন্ত করছে সিবিআই। তদন্তে নেমে সোমবার প্রথম বার তাঁরা শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতার সিবিআই দপ্তরে। ঘণ্টা ছয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় জিয়াউদ্দিন, দিদারবক্সদের। তারপর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তপসিলি জাতি-উপজাতির ভোটের ওপর জোর তৃণমূলের, টিম গঠন করতে সভা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এবার তৃণমূল কংগ্রেস জোর দিয়েছে তপসিলি জাতি ও উপজাতিদের ভোটের ওপর। ফলে তপসিলি জাতি, উপজাতিদের ভোটকে পাখির চোখ করতে এঁদের নিয়ে একটা টিম গঠন করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। যারা মূলত তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের এলাকায় গিয়ে প্রচার চালাবেন। আর সেই কারণেই এই বিষয়েই এবার এক বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এই ইস্যুতে নজরুল মঞ্চে তিনি এক বৈঠক করবেন বলে তৃণমূল সূত্রে খ বর। এর আগে ফ্রেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, বিরোধীদের রাজনৈতিক ভাবে বিদ্ধ করার নানা কৌশল ভার্চুয়াল বৈঠকে স্থির করতে

দেখা যায় তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে। এই বৈঠকে তাঁকে জোর দিতে দেখা গিয়েছিল সংগঠনকে আরও শক্তপোক্ত করার ওপরেও। সেই কারণেই তিনি লোকসভা নির্বাচনের আগে দলীয় নেতা-কর্মীদের আরও জোটবদ্ধ হওয়ার নির্দেশও দেন। এরই পাশাপাশি যে কোনও কর্মসূচির ক্ষেত্রে অঞ্চল ও ব্লক সভাপতিদের কথা বলে বুথ সভাপতিদের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তপসিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণিভুক্তদের নিয়ে একটি আলাদা 'টিম' তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে অভিষেকের নির্দেশ ছিল, 'যেখানে যেখানে তৃণমূলের বিধায়ক নেই, সেখানে ব্লক সভাপতিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আপনাদের বিধানসভার ১০ জন তফশিলি জাতি ও ৫ জন তপসিলি উপজাতি শ্রেণিভুক্তের নাম পাঠাবেন। এমন নাম পাঠাবেন যাঁদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের সমর্থক।' সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন, 'এই ১৫ জনকে আমরা কাজে লাগাব। যেভাবে বছরের পর বছর বিজেপি তপসিলি জাতি, উপজাতি শ্রেণিভুক্তদের উপর অত্যাচার করছে সে কথা আমরা তুলে ধরব।' পাশাপাশি সতর্ক করে এও বলা হয়, কাছের লোকের নাম না পাঠানোর জন্যই। সঙ্গে এও সতর্কবার্তা দেওয়া হয় অভিষেকের তরফ থেকে যে এই নাম খতিয়ে দেখা হবে যে ওই ব্যক্তির কতটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এই ব্যাপারে বাংলায় যে কটি বুথ রয়েছে সেই প্রতিটা বুথ থেকে চারটি করে নাম ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দলের কাছে পাঠানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নাম ইতিমধ্যেই জনপ্রতিনিধিরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এদিকে অভিষেকের অনুমান, আগামী দুই এক দিনেই হয়তো ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যাবে। সেই সময় দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে আরও একবার ভার্চুয়াল বৈঠকে বসবেন অভিষেক। কোন ইস্যুকে হাতিয়ার করে ভোটপ্রচার করবে ঘাসফুল শিবির, তা নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

পদত্যাগের খবর ভুয়ো, জানালেন সায়ন্তিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল থেকে পদত্যাগের একটি চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল। এরপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, তিনি দল ছাড়ছেন কি না তা নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন উঠেছিল বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়েও।

তবে বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেন তিনি। সঙ্গে এও জানান, বিজেপির তরফ থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছে। তবে কোনও উত্তর তাঁর তরফ থেকে দেওয়া হয়নি। সঙ্গে সংযোজন, 'ক্ষোভ, রাগ বা অভিমান যা আছে আমি আমার দলকেই বলব।' তবে সায়ন্তিকা এও মনে করিয়ে দেন 'তিন বছর ধরে মাটি কামড়ে পড়েছিলাম। কী কারণে করল না তা দল জানে। আগে জানালে ভালো হত। এটাতে অভিমান হয়েছে। আমি হেরে যাওয়ার পরেও কাজটা করেছি। শুটিংয়ের কাজ বদলে ডেট বদলে ওখানে পড়েছিলাম। কেন প্রার্থী করল না দল বলতে পারবে।'

এদিকে রবিবার ব্রিগেডে দেখা গিয়েছিল সায়ন্তিকাকে। তিনি বলেন, 'সেই সময় আমি বিষয়টা জানতাম না। তবে আঁচ করতে পারছিলাম। আলোচনার মধ্যে জানতে পারলে ভালো হত। সাতটা বিধানসভা নিয়ে আমি কাজ করছিলাম। আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে বেরিয়ে যাইনি, শরীর খারাপ হয়েছিল বলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।' এদিকে তৃণমূলের তরফেও একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, সায়ন্তিকা পদত্যাগ করেননি। অর্থাৎ তিনি তৃণমূলে ছিলেন, আছেন, থাকবেন সেই বার্তাও দিয়েছে।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে সায়ন্তিকাকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। যদিও তিনি পরাজিত হন। যদিও এরপর বাঁকুড়াতে একাধিক সময় দেখা গিয়েছিল সায়ন্তিকাকে। রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা ছিল, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই হয়তো তিনি সেখানে মাটি কামড়ে রয়েছেন। কিন্তু, শেষমেশ টিকিট পাননি তিনি। এখন দেখার দল কি তাঁকে অন্য কোনও ভূমিকায় দেখতে চাইছে?

ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার উদ্বোধন করলেন সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে সোমবার অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর সাংসদ তহবিলের ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে ওই অ্যাম্বুল্যান্সটি তিনি প্রদান করেছেন। নিজস্ব এম্বুলেন্স এসে যাওয়ায় এবার বিশেষ সংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দিদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যেতে আর অসুবিধা হবে না। অ্যাম্বুল্যান্স উদ্বোধনে এসে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বিশেষ সংশোধনাগারের বিচারাধীন বন্দিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বল্যান্সের খুব প্রয়োজন ছিল। তাই ব্যারাকপুর বিশেষ সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদের কথা ভেবে অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হল। তিনি আরও বলেন, এর আগে ওই সংশোধনাগারে পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থে। এদিন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার উদ্বোধনে সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী, সংশোধনাগারের অধিকারিক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

জোট ভেস্তে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসকেই ফের দুষল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জোট ভেস্তে যাওয়ার কারণ হিসেবে কংগ্রেসকেই কার্যত তুলোধোনা করল কংগ্রেস। সোমবার তৃণমূল ভবন থেকে রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় জোট ভেস্তে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসকেই দুষলেন।

তাঁর অভিযোগ, একদিকে আইএনডিএ জোটের কথা বলবে, তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলবে। আবার অধীর চৌধুরীর মতো নেতারা লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করবেন, সমালোচনা করবেন, এ তো হতে পারে না। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে হঠাতে অ-বিজেপি দলগুলি একত্রে আইএনডিআই জোট গড়েছিল। যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াইয়ের মূল মন্ত্রও বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, যে রাজ্যে যে আঞ্চলিক দল শক্তিশালী, সেখানকার লড়াইয়ে তাঁদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেই হিসেবমতো এ রাজ্যে কংগ্রেসকে ২ থেকে ৩ টি আসন ছাড়তে রাজি ছিল তৃণমূল। যার মধ্যে একটি ছিল অধীরগড়, বহরমপুর। জাতীয় স্তরে কংগ্রেস নেতাদের হাজার আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যায়নি। যদিও কংগ্রেস এতে সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে আসন সমঝোতা নিয়ে টালবাহানায় শেষমেশ জোটই গিয়েছে ভেস্তে। এ নিয়ে রবিবারই কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জয়রাম রমেশ আক্ষেপ করেছিলেন, অপেক্ষা না করে একতরফা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিল তৃণমূল!

লোকসভার ১৪ আসনে প্রার্থী দিতে চায় আইএসএফ, ডায়মন্ড হারবারে নওশাদের প্রার্থীপদ নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলার ২০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে বিজেপির তরফ থেকে। এরপর রবিবারের ব্রিগেডের সভা থেকে ৪২টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল। তবে বাম-কংগ্রেস বা আইএসএফ-এর তরফ থেকে এখ নও কোনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

এরপরই প্রশ্ন উঠছে একুশের মতো জোটের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে কি না তা নিয়েই। কারণ, উলুবেড়িয়ায় এক সভায় বামফ্রন্ট চেয়াম্যান বিমান বসু অবশ্য জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের জোট প্রসঙ্গ এখনও চূড়ান্ত নয়। এদিকে সম্প্রতি আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিআইএম-এর সদর দপ্তরে বিমান বসুর সঙ্গে বৈঠক করেন আইএসএফ-এর রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি। সূত্রের খবর, জোট নিয়ে সমঝোতা চেয়ে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে আইএসএফ-ও। শুধু তাই নয়, নওশাদ সিদ্দিকির দল ৪২টির মধ্যে ১৪ থেকে ১৫টি আসনের জন্য আর্জি জানিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার, বারাসাত, বসিরহাট, উলুবেড়িয়া, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, মালদার মতো

কেন্দ্রগুলি। মূলত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত লোকসভাগুলিকেই পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে আইএসএফ, এমনটাই মনে করা হচ্ছে এমনটাই।

এদিকে আইএসএফ-এর তরফ থেকে এতগুলো আসন দাবি করার পর এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে আলিমুদ্দিনেও। সূত্রের খবর, শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করছে সিপিআইএমও। এদিকে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি জানান, 'আমরা কোথায় কোথায় প্রার্থী দিতে ইচ্ছুক তাও সিপিআইএমকে জানানো হয়েছে। জোটের স্বার্থে কোথায় কোথায় প্রার্থী দেব সেই তালিকেও জানানো হয়েছে।' সঙ্গে নওশাদের সংযোজন, 'জোটের স্বার্থে আমরা সমঝোতায় যেতে রাজি। অপর পক্ষও এগিয়ে আসবে বলে আশা করছি। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ব।' এদিকে আইএসএফ সূত্রে এও খবর মিলছে, নওশাদ নাকি নিজে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চেয়েছেন। এই বিষয়ে অবশ্য রাখঢাক করেননি নওশাদ নিজেও। তিনি বলেন, 'আমি প্রস্তাব রেখেছি। সবপক্ষ ভাবনা চিন্তা করে দেখছে।' এদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের জোট নিয়ে কোনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। আর সেই কারণে এই নিয়ে কিছু বলতে পারছি না। ওরা কী করবে তা এখনও জানায়নি।'

এদিকে এই প্রসঙ্গে বাম নেতা রবীন দেব বলেন, 'ওরা ওদের দলের পক্ষ থেকে আসন চেয়েছে। বামফ্রন্টের এতগুলি শরিক দল রয়েছে। আলাদা করে আলোচনা হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনা হবে। তাঁরা যদি মূল উদ্দেশ্যে স্থির থাকেন সেক্ষেত্রে আশা করি সমস্ত পক্ষের সিদ্ধান্তকে সম্মতি জানাবেন।'

লোকসভা ভোটে বেসরকারি গাড়ির ভাড়া বাড়াল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের কাজের জন্য গাড়ি ভাড়া নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল এই রাজ্যে। কোন গাড়ি কত টাকায় ভাড়া নেওয়া হবে, তা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, গতবারের নির্বাচনের তুলনায় এ বারে ভোটে গাড়ি ভাড়া ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ির সঙ্গে থাকা চালক এবং খালাসিদের জন্য খোরাকিও বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৫ শতাংশ। এবার দিনপিছু সাধারণ বাসের ভাড়া ২৫৩০ টাকা রাখা হয়েছে। মিনি বাসের জন্য ভাড়া ঠিক করা হয়েছে ২০৯০ টাকা। এছাড়াও ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির (চালক-সহ সাতজন যাত্রী) ভাড়া রাখা হয়েছে ৮৯০ টাকা। পাশাপাশি এ বছর নির্বাচনে ছোট, বড় 'ম্যাক্সি ক্যাব' নেওয়া হচ্ছে। ছোট 'ম্যাক্সি

ক্যাব'-এর ভাড়া ১৩১০ টাকা এবং বড় 'ম্যাক্সি ক্যাব'-এর ভাড়া ১৫৬০ টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অনেক ভারী গাড়িও ব্যবহার করা হবে নির্বাচনে। ট্রাক্টর, অটো, ই-অটোও থাকবে নির্বাচনের কাজে। সেই সব যানের জন্য ভাড়া স্থির করা হয়েছে যথাক্রমে ১৩২০ টাকা, ৫০০ টাকা, ৭৭০ টাকা। নন এসি গাড়ি পাশাপাশি কিছু এসি গাড়িও ভাড়া করা হবে বলে জানানো হয়েছে সরকারের তরফে। এখনও নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে দেশ জুড়ে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বিভিন্ন রকম যান ভাড়া নিলে এবার মালিকদের কত টাকা করে দেবে কমিশন, তা স্থির করে দিল সরকার।

শিবরাত্রি পালনে ১০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভাঙা হল চিকিৎসকের গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিবরাত্রি পুজোয় ১০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় চিকিৎসকের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। এমনই অভিযোগ সামনে এল বেহালা রাজা রামমোহন রায় রোডের এক ঘটনায়। স্থানীয় ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছে এক চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যরা। সূত্রে খবর, অভিলাশা পাল ও অরূপনন্দন দাস নামে ওই চিকিৎসক দম্পতি জানান, স্থানীয় একটি ক্লাব শিবরাত্রির পুজোর জন্য তাঁদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চাঁদা চায়। তবে চিকিৎসক দম্পতি হাজার টাকা চাঁদা দিলে তা ওই ক্লাব সদস্যরা ফেরত দিয়ে দেন।

এদিকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে রবিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ির ছাদে মাইকের চোঙ লাগাতে গেলে চিকিৎসক বারণ করেন। তিনি জানান, তাঁর পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ রয়েছেন, মাইক লাগানো যাবে না। এরপরই সোমবার সকালে তাঁদের নজরে আসে গাড়ির কাচ ভাঙা রয়েছে, গাড়ির ছাদ দুমড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী গাড়ির চারটে চাকার হাওয়াও বার করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই চিকিৎসক বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসকের পরিবার অত্যন্ত আতঙ্কিতের মধ্যে রয়েছে। ইতিমধ্যেই বেহালা থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজেপি ভোট চাইতে এলে ঝাঁটা হাতে বিদায় দেওয়ার নিদান পানিহাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীরা ভোট চাইতে এলে ঝাঁটা হাতে বিদায় দেওয়ার নিদান দিলেন শাসকদলের এক কাউন্সিলর। কাউন্সিলরের এহেন মন্তব্যের জেরে পানিহাটি জুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রবিবার ব্রিগেডের সভামঞ্চ থেকে লোকসভা নির্বাচনের ৪২ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমে পড়েছেন শাসকদলের কর্মীরা। সোমবার সকালে পানিহাটি পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের এইচ বি টাউন এলাকায় দলীয় প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখন করছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই দেওয়াল লিখ নে স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ বড়ুয়া-সহ মহিলা কর্মীরাও সামিল হন। দেওয়াল লিখন চলাকালীন তৃণমূল কাউন্সিলর প্রদীপ বড়ুয়া বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে চরম হুঁশিয়ারি দেন। কাউন্সিলর

বলেন, বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীরা বাড়িতে ভোট চাইতে এলে মহিলারা ঝাঁটা হাতে তাদেরকে বিদায় করুন। মহিলাদের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলরের বক্তব্য, ভোট চাইতে এলে বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীদের জিজ্ঞেস করবেন রান্নার গ্যাস কেন ৪০০ টাকার বদলে ১১০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। যদিও ওরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারেন। তাহলে ওদেরকে ঝাঁটা হাতে বিদায় জানান। তৃণমূল কাউন্সিলরের এহেন হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাব দিয়েছে গেরুয়া শিবিরও। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, তৃণমূলকে শুধু একটাই কথা বলব, ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর বাড়িতে শান্তিতে থাকতে হলে এখ ন থেকেই বিজেপিকে সহযোগিতা করুন।

হলদু ট্যাক্সি চালকদের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল আমজনতা

শুভাশিস বিশ্বাস

কাকোভোরে ট্রেন ধরতে কলকাতা থেকে হাওড়া বা কলকাতারই অন্য এক প্রান্ত থেকে শিয়ালদায় আসতে গেলে যদি ভেবে থাকেন ট্যাক্সিতে চড়ে নির্বিঘ্নে গন্তব্য পৌঁছবেন তাহলে ভুল ভাবছেন। কাকভোরে স্টেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়াগায় যেতে কলকাতায় বেসরকারি বাস মেলে ঠিকই তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম। এই বাসের অপেক্ষায় না থেকে কেউ ট্যাক্সিতে গন্তব্যে যেতে চাইলে আকাশ ছোঁয়া দর হাঁকেন ট্যাক্সিচালকেরা। এর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে ওই সময় পুলিশের সাহায্য মিলবে এমন আশা করলে আরও বড় ভুল করবেন। কারণ, হাজারো খুঁজলে দেখা মেলে না কোনও পুলিশকর্মী বা আধিকারিকের। এটাও ঠিক যে কলকাতার সব জায়গায় তো পুলিশ পোস্টিং থাকতে পারে না। তবে তার জন্য কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে একটা হেল্পলাইন নম্বর থাকা উচিত। হলফ করে বলতে পারি এমন কোনও হেল্পলাইন নম্বর থাকলেও তা সাধারণ মানুষের জানা নেই। প্রতিবেদনের প্রথমেই যে ঘটনার উল্লেখ করা হল এমন ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছে উত্তর কলকাতার আরজিকর থেকে হাওড়া ট্রেন ধরতে গিয়ে। এত গেল ট্রেন ধরার ঘটনা। এবার আসা যাক অপর এক ঘটনায়। অত্যন্ত জরুরি দরকারে কী ভাবে ট্যাক্সি চালকের হাতে প্রত্যাখ্যাত হতে হচ্ছে আমজনতাকে তার একটা উদাহরণও এবার সামনে আনা যাক। মধ্য কলকাতার পদ্মপুকুরে রয়েছে একটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে ব্লাড নিয়ে খুবই কাছে ফুলবাগানের একটি নার্সিংহোমে পৌঁছনোর জন্য ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে এক

রোগীর পরিবারের। মধ্য কলকাতার পদ্মপুকুর থেকে ফুলবাগানে আসতে রাজি হয়নি একটি ট্যাক্সিও। কারণ অজানা। এরপর দু-একটি ট্যাক্সি যাও বা মিলেছে তারা দর হাঁকিয়েছে ২৫০ টাকা। যা মিটারে ১০০ টাকা হয় কি না সন্দেহ। এরপর রোগীর পরিবারের একজন ট্যাক্সি চালককে পুলিশের কথা বললে শুরু হয় উল্টো ধমকির পালা। এখন প্রশ্ন এখানেই তাহলে কী কলকাতা পুলিশ আদতে হলুদ ট্যাক্সির ক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথের রূপ নিয়েছেন নাকি এই সব ট্যাক্সি চালকের মাথায় রয়েছে অদৃশ্য কোনও বিশেষ শক্তির হাত যাতে তাঁরা থোড়াই কেয়ার করছেন কলকাতা পুলিশকেও।

এখানে বলে রাখা ভলো, ২০২৩-এর মাঝামাঝি থেকেই রাজ্য পরিবহণ দপ্তর বদল আনতে চেয়েছেন হলুদ ট্যাক্সিতেও। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে মিটার-ট্যাক্সি তুলে দিয়ে পুরোপুরি অ্যাপ-নির্ভর ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর প্রস্তাব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা শুরুও করেন পরিবহণকর্তারা। এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়, এতে ট্যাক্সি-চালকরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনই যাত্রীরা খুব সহজে ঘরে বসে ট্যাক্সি বুক করতে পারবেন। যাত্রীদের হয়রানিও কমবে। এরপরই কলকাতায় আসে যাত্রীসাথী অ্যাপ। অ্যাপ বাজারে এলেও বাস্তবে ছবিটা একেবারে আলাদা। মিটার গাড়িতে থাকলেও কোথাও এই মিটারে যেতে রাজি হচ্ছেন না ট্যাক্স চালকেরা। এদিকে এই যাত্রীসাথী অ্যাপ থাকতে দেখা যাচ্ছে না বেশির ভাগ হলুদ ট্যাক্সিকে। ফলে এই সব ট্যাক্সি বিশেষ দরকারে ভাড়া করা হলে চাওয়া হচ্ছে বিপুল অর্থ। এরপর চলবে দরাদরির পালা। পছন্দের মতো টাকা দিলে আপনাকে নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে গন্তব্যে নয়তো নয়। এখন কথা হল এই 'জোর যার মুলুক তার' পন্থায় কতদিন চলবে হলুদ ট্যাক্সি! কেনই বা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হচ্ছে না যে, প্রত্যেক হলুদ ট্যাক্সিকে আসতেই হবে 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের আওতায়? সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠছে, আর কতদিন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে প্রশাসন!

সম্পাদকীয়

কোনও দুরন্ত ছাত্রের পাশে আদর্শবাদী কোনও শিক্ষক যদি থাকতেন...

একটি দুরন্ত শিশুকে সঠিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হলে কেবল সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রণালীই যথেষ্ট নয়, শিক্ষকের ভূমিকাটিও হতে হবে সর্বাংশে প্রকৃত আদর্শবাদী ও মানবিক। এই প্রসঙ্গে অনেক কাল আগের এক মাস্টারমশাইয়ের কাহিনি স্মরণ করা যাক। একটি গ্রামীণ প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে জনা কুড়ি ছাত্র পড়ত। এক অতি দুষ্টু ছেলে সহপাঠীর দামি কলম চুরি করলে ক্লাসে শোরগোল পড়ে যায়। মাস্টারমশাই ক্লাস নিতে এলে যে ছাত্রের কলমটি চুরি হয়েছিল, কাঁদতে কাঁদতে সে শিক্ষককে নালিশ জানায়। শিক্ষক সব ছাত্রকে চোখ বন্ধ করে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে বলেন। এ দিকে যে দুষ্টু ছাত্রটি চুরি করেছে, সে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষক কিন্তু কলমটি ওর পকেট থেকে খুঁজে পেলেও, কোনও কথা না বলে প্রকৃত মালিককে দিয়ে দেন। কাউকে কোনও প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ, কিছুই করেননি। দুষ্টু ছাত্রটি প্রতিজ্ঞা করে, জীবনে অন্যের জিনিস সে আর ছুঁয়েও দেখবে না। বহু বছর পর গ্রামের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে সেই ছাত্রটি, যিনি তখন সমাজের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই বৃদ্ধ শিক্ষককে দেখতে পেলেন। প্রণাম করে জানান, সে দিন যে ভাবে শিশুমনের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে শিক্ষক তাকে রক্ষা করেছিলেন, তা তিনি ভোলেননি। শুনে শিক্ষক জানান, সে দিন তিনিও তাঁর নিজের চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। কারণ, যে ছাত্রই কলম নিয়ে থাকুক, সে যে নিজেকে সংশোধন করতে পারবে, সে বিষয়ে তিনি ছিলেন নিশ্চিত। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এসেই যাচ্ছে। আজকাল এই ধরনের মানসিকতার শিক্ষকরা কোথায়? বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের হাতছানিতে কিছু কিছু ছাত্রের মানসিক অবস্থার পরিণতি অনেক সময়েই খারাপ হয়ে যায় এবং সে তার ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রকাশ করতে থাকে। এই সময় দরকার একজন প্রকৃত এক শিক্ষক, যে ছাত্রদের তার সন্তানের মত ভালোবাসে।

আনন্দকথা

মাস্টার — কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?
শ্রীরামকৃষ্ণ — হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার — এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।
মাস্টার — কী অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?
শ্রীরামকৃষ্ণ — খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে একঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।
এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ
''ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন শ্যামা থাকতে পারে, কেমন কালী থাকতে পারে।।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রেয়া ঘোষাল

১৯১৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্তরাও চবনের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক অরিন্দম সিলের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্মদিন।*

ভোটে রাজনৈতিক দলের সুসময় কতটা স্থায়ী

অশোক সেনগুপ্ত

সামনেই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। স্বাধীনতার পর ১৬টি লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সব কিছুর মত রাজনৈতিক দলেরও সুসময়ের একটা সময়কাল থাকে।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৫২ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম লোকসভা গঠিত হয়। এর পর থেকে চার দশকের ওপর লোকসভায় ছিল কংগ্রেসের প্রাধান্য।

লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৩ মে ১৯৫২ সালে। মোট লোকসভা আসন ছিল ৪৮৯। মোট যোগ্য ভোটার ছিল ১৭.৩ কোটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি) ৩৬৪টি আসন জেতে। তারা ওই নির্বাচনে মোট ভোটের ৪৫ শতাংশ পায়। ৪৭৯টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আসনের ৭৬ শতাংশ জেতে। ভারতে দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচন হয় ১৯৫৭ সালে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৪৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭১ জন প্রার্থী নির্বাচনে জেতে। তৃতীয় লোকসভা (২ এপ্রিল ১৯৬২ - ৩ মার্চ ১৯৬৭) ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৬২ সালে হয়। ৪৯৪-র মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৩৬১টি আসন জেতে।

বলাই বাহুল্য, প্রথম সাতটি লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৮০ সালে জনতা পার্টি অবলুপ্ত হলে মূলত জনসংঘের প্রাক্তন সদস্যরা বিজেপি গঠন করেন। প্রথম দিকে বিজেপি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৪ সালে ৮ম লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুটি আসনে জয় লাভ করে। কিন্তু রাম জন্মভূমি*আন্দোলনের সময় আবার এই দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৯ সালে ৯ম লোকসভা নির্বাচনে আসন বেড়ে হয় ৮৫। '৯১-এ ১০ম লোকসভা নির্বাচনে হয় ১২০।

১৯৯৬ সালে বিজেপি ১৬১ আসন পেয়ে সংসদে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। যদিও সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় এই দলের সরকার মাত্র ১৩ দিন স্থায়ী হয়েছিল। '৯৮ ও '৯৯-তে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে আসন হয় ১৮২। ২০০৪-এ ১৩৮, ২০০৯-এ ১১৬, ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ২০১৪-এ আরও ১১৬ যুক্ত হয়ে ২৮২ আসন। ২০১৯-এ ৩০৩।

তার অর্থ গত চার দশকে মাঝে '০৯ বাদ দিলে লোকসভায় বিজেপি-র ক্রমেই উত্থান। বর্তমানে প্রায় ভরা জোয়ার। অন্যদিকে, '৯১-এ দশম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ২৩২ টি আসন নিয়ে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। '৯৬-র ভোটে নেমে যায় ১৪০-এ। এর পর '৯৮-র ভোটে ১৪১, '৯৯-র ভোটে ১১৪, '০৪-র ভোটে ১৪৫, '০৯-র ভোটে ছিল ২০৬, '১৪-র ভোটে ৪৪। ২০১৯-এ কংগ্রেসের আসন হয়েছে ৫৩।

এই বিশ্লেষণ দেখিয়ে দিচ্ছে গত প্রায় তিন দশক ধরে লোকসভায় হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে ক্রমেই ব্যর্থ হচ্ছে কংগ্রেস। আগামী ভোটেও আশাবাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এবার তাকানো যাক পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা ভোটে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ২৩৬ প্রার্থীর মধ্যে জেতেন ১৫০ জন। কমিউনিস্টরা বৃহত্তম বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। ৮৬ প্রার্থীর মধ্যে জেতেন ২৮ জন। ১৯৬২-তেও কংগ্রেসের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। জেতেন ১৫২ জন। ১৯৬৭-তে ধাক্কা খায় কংগ্রেস। ২৮০ আসনের মধ্যে ১৩২টি দখল করে ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট।

'৬৯-এর ভোটেও যুক্তফ্রন্ট। অচিরেই সরে যেতে হয় তাদের। '৭১ ও '৭২-এ পরপর দু'বছর ভোট হয়। জেতে কংগ্রেস। কিন্তু কালের নিয়মে রাজ্যে ওই দলের আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। '৫২ থেকে '৭২; প্রথমে ১৫ বছর, পরে ৬ বছর অর্থাৎ ২১ বছর কংগ্রেস টেঁকাতে পেরেছিল তাদের রাজত্ব। এর পর ১৯৭৭ থেকে ৩৪ বছর এ রাজ্যে টানা লালে লাল। ২০১১-তে পঞ্চদশ নির্বাচনে হেরে যায় বামফ্রন্ট। তার পর ব্যালটযন্ত্রে প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। কংগ্রেসের হালও খারাপ। '১১ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব তৃণমূলের। ইতিমধ্যে ১৩ বছর হতে চলল।

বলাই বাহুল্য, যে কোনও পরিস্থিতিতে ভোটে ক্ষমতায় থাকার আয়ু সীমিত। নির্বাচনের ইতিহাস আর অঙ্ক সেটাই নির্দেশ করছে। তেজি ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে মুখ থুবড়ে পড়তে হবেই। সব দলকেই। কেবল লোকসভা এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নয়, সর্বত্র। উত্তর, দক্ষিণ ভারতে রাজ্য ধরে ধরে বিশ্লেষণেও দেখা গিয়েছে প্রায় একই ছবি।

সমরেশ মজুমদার স্বরচিত ভুবনের জনপ্রিয় কথাকার

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার(১০ মার্চ ১৯৪৪-৮মে ২০২৩) সচেতন ভাবেই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। আর তা বোঝা যায় তাঁর উঁচু তারে বাঁধা মনের লক্ষ্যে অবিচল পথচলায়। তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেসবের মধ্যের তার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। শুধু তাই নয়, তাঁর আপাত রাশভারী ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অকপট প্রকৃতিতে কোনোরকম গোপনতা বা আড়াল করার অবকাশ নেই। অকৃত্রিমভাবে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন নানা ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মাধ্যমে। লেখালেখির ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের শীর্ষ দেশ থেকে লেখার সূচনাকে মান্যতা দিয়ে সমরেশ মজুমদার প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্যভেদী অর্জুনকে চিনিয়ে দিয়েছেন। এজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে বাংলা বিভাগে এম এ পড়ার সময় নাটক লিখতে গিয়ে তা গল্পে রূপান্তর করে সবচেয়ে নামকরা পত্রিকা 'দেশ'-এ প্রকাশের জন্য মাসের পর মাস তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেছিলেন। অথচ অন্য পত্রিকায় তা অনায়াসেই ছাপা হত। সমরেশ মজুমদার জীবনের পড়ন্ত বিকেলেও সে কথা স্মরণ করেছেন। 'বইয়ের দেশ'-এর(জানুয়ারি-মার্চ ২০১২) সাক্ষাৎকারে তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'আমি পড়েছিলাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কোনও লেখাতে, যে শুরু করা উচিত চূড়া থেকে । চূড়া বলতে তখন 'দেশ' পত্রিকা। আর 'দেশ' পত্রিকায় তখন ব্যাপক প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভিড়। বিমল মিত্র থেকে তারাশঙ্কর, তার সঙ্গে ছিল বিমল করের দশ বিখ্যাত অশ্বারোহী ঘোড়া। বিমলদার প্রধান শিষ্যরা ছিলেন, রতন ভট্টাচার্য থেকে শীর্ষেন্দুদা, দীপেন্দ্রনাথ, এমন অনেকে।' সেই চাঁদের আকাশে নিজেকে দেখতে চেয়ে সমরেশের দীর্ঘ প্রতীক্ষাই বলে দেয় তাঁর সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় কত সুগভীর আত্মসংযম ও অবিচল লক্ষ্যাভিমুখী সনিষ্ঠ সাধনা ছিল।

সেসময় 'দেশ'-এর গল্প দেখতেন বিমল কর। তাঁর কাছেই সমরেশ গল্প নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিন মাস, পরে আরও এক মাস, তারপর আরও সপ্তাহখানেক হন্যে হয়ে ঘুরে ছাপা হবে শুনে অধীর অপেক্ষার মধ্যেই পিয়নের 'অমনোনীত' চিঠির সঙ্গে গল্প ফেরত পেয়ে ভেঙে পড়া সমরেশ রাগে ফোনে বিমল করকে টেলিফোন করে তাঁর কথা না রাখার জন্য তাঁকে দুকথা শুনিয়ে দেন। শেষে পিয়নের ভুলে প্রেসে না গিয়ে লেখকের কাছে চলে যাওয়া গল্পটি 'দেশ'-এ ছাপা হয়। ১৯৬৭-তে 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয় সমরেশের প্রথম গল্প 'অন্তরাত্মা'। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর। ওই বয়সে 'দেশ'-এর মতো অভিজাত পত্রিকায় গল্প প্রকাশ ও তার জন্য পনেরো টাকা সম্মান দক্ষিণা পেয়ে সমরেশের অন্তরাত্মা হেসে উঠলেও তাঁর আত্মসংযম একটুও টলেনি, বরং আরও লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঐ বয়সে প্রথম গল্প প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অসীম ধৈর্য ও লক্ষ্য সচেতন প্রকৃতির মধ্যেই তাঁর সুপরিকল্পিত মনের পরিচয়ই শুধু নয়, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর উঁচু তারে বাঁধা মনের কথায় স্বাভাবিক ভাবেই অসীম ধৈর্য পরীক্ষার কথা আভিজাত্য লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমরেশ মজুমদার অচিরেই 'দেশ'-এর গল্পকার হিসাবে দশজনের একজন হয়েছিলেন। বিমল করের পরিকল্পনায় 'দেশ'-এর সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৮৪) 'দশ জন লেখক' শিরোনামে সমকালীন দশজন তরুণ গল্পকারের নিজেদের লেখা ও লেখক-জীবন নিয়ে আমন্ত্রিত লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে সমরেশ মজুমদার তাঁর আত্মকথায় প্রথম গল্প প্রকাশের কথা নিবিড়ভাবে তুলে ধরেছেন। আবার সুদীর্ঘকাল পরে 'বইয়ের দেশ'-এও সেকথা হাজির করেছেন। আর তাতেই বিমল করের তিন মাস পরে এসে খোঁজ নেওয়ার কথাই ছয় মাস হয়েছে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষাই যে সমরেশের আত্মপ্রকাশের অবিচলিত আভিজাত্যকে চিনিয়ে দেয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রকাশের প্রসব বেদনার চেয়ে পাঠকের সমাদরের আভিজাত্য যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সমরেশের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধও তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে।

পারিবারিক জীবনে সাহিত্যের পরিবেশ না পেলেও তাঁর মধ্যে আত্মপ্রকাশের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে ক্রমশ সক্রিয় করে তুলেছিল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়ে 'ফ্রকপরা ডাঁটো মেয়ে দেখলেই' তাঁর রাজলক্ষ্মীর কথা মনে হত। সেই সময় তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত 'দেশ' পত্রিকা আসত। ১৩৮৪-র 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য় সমরেশ জানিয়েছেন 'হঠাৎ দুপুরে অঙ্ক কষার ভাণ দেখিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটিকে নায়িকা করে গল্প লিখে ফেললাম এক পাতার, লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। সে লেখা এখনও ফেরৎ পাইনি।' কিন্তু তাতেও তিনি নিরাশ হননি, বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ভাষায়, 'কিন্তু ভুত চেপে গেল মাথায়।' বাড়ির বদলে স্কুলের ঠিকানা দিয়ে গোপনে লেখালেখি চলতেই থাকে তাঁর। একদিন সাফল্যও এল, সঙ্গে হেড মাস্টারমশাইয়ের স্কুল থেকে তাড়ানোর চেতাবনি। স্যারের ছুঁড়ে দেওয়া সেই মালা সিনহার বুক উঁচিয়ে থাকা ছবির প্রচ্ছদে ঝকমকে পত্রিকাটি কুড়িয়ে এনে কালো অক্ষরে নিজের নাম দেখার আনন্দে মেতে ওঠা ছিল তাঁর লেখক হওয়ার প্রথম কদম ফুল । সেই পত্রিকাটির নাম 'চিত্রবাণী'। এরপর লিখলেও সাফল্য আসেনি, পিয়ন এসে দ্রুত ফেরত দিয়ে গেছে সেসব।

সমরেশের কাছে সাহিত্যের আবেদনের চেয়ে তাঁর সাহিত্যগত আদর্শ ও লক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করে। শুধু তাই নয়, তাতে লেখার চেয়ে লেখকের মতাদর্শই আভিজাত্যবোধে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। সমরেশের ক্ষেত্রেও তা প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর সাহিত্যে স্বতন্ত্র আভিজাত্যের মূলে যে তাঁর স্বকীয় মতাদর্শ ছিল, সেকথা তাঁর 'দেশ'-এর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠাপর্বের আত্মকথাতেই প্রকট হয়েছে। বিশ শতকের ষাটের দশকে তাঁর গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ থেকে সত্তরের দশকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' প্রকাশের কালপ্রবাহ ছিল তীব্র অস্থিরতায় উদ্বিগ্নময়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ সারা বাংলাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সেখানে অস্থির সময়াবর্তের মধ্যেও তাঁর সাহিত্যচর্চায় লক্ষ্যভেদী মানসিকতা স্থির হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সমকালের 'বাজার কাটতি বাংলা উপন্যাস'-এ নির্লিপ্ত উদাসীন 'মৃতপ্রায় সৎ মানুষ'-এর প্রতি সমরেশের তীব্র অনীহা ঝরে পড়েছে। তিনি যে মানসিক ভাবে মৃতপ্রায় মানুষের কথা লিখতে চান না, জীবিত ও বলিষ্ঠ মানুষকেই তাঁর সাহিত্যে নিবিড় করে তুলবেন, সেকথাও স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা'য়(১৩৮৪) 'জীবিত মানুষের গল্প' শিরোনামে সমরেশ আত্মকথার শেষে জানিয়েছেন 'আমি বিশ্বাস করি জীবিত মানুষকে নিয়ে আমি কিছু লিখতে পারবো। একটি মানুষ নিজের রোজগারের টাকায় মদ্যপান করতে পারেন, বেশ্যালয়ে যেতে পারেন এবং মাথা উঁচু করে সন্তানের হাত ধরে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেতে পারেন — এইরকম টাটকা মানুষের আগে আমি কখনই অসৎ ছাপ লাগাতে রাজী নই । কিন্তু যে মানুষের মনের মুখে লক্ষ মানুষের মুখোশ পরানো, মেরুদণ্ড বস্তুটি যার শরীরে নেই তাকে আমি এখনও লেখার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে রাজী নই। আমি এইসব মৃত মানুষের গল্প লিখতে চাই না। 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন সমরেশ 'দেশ'-এর রীতিমতো নিয়মিত লেখক। অথচ দীর্ঘদিন তিনি শুধু ছোটগল্প লিখেছেন 'দেশ'-এই। অবশেষে 'দেশ'-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষ নিজে থেকেই তাঁকে পুজো সংখ্যায় উপন্যাস লেখার আমন্ত্রণ জানানোয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দৌড়'ও 'দেশ'-এর বিনোদন সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৭৫) প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার রেসকোর্সকে নিয়ে লেখা উপন্যাসটি সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে প্রথম উপন্যাস লিখে নামকরা নিয়ে সমরেশের লক্ষ্যভেদী প্রতীক্ষাও স্মরণীয়। 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ এই আট-নয় বছর ছোটগল্প লিখলেও উপন্যাসে হাত দেননি। সেখানেও তাঁর লক্ষ্যভেদী প্রতীক্ষা নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে শুধু লেখাই যথেষ্ট নয়, তা বড় পত্রিকায় প্রকাশও জরুরি মনে হয়। এবিষয়ে সমরেশের অকপট স্পষ্ট অভিমত 'যে নায়ক প্রথম ছবিতে ফ্লপ করবে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। লেখকদের ক্ষেত্রে এটা এখন খুব মিলে যাচ্ছে। তাই একটি বড় পত্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকেও উপায় নেই।' সেদিক থেকে সমরেশের 'দৌড়' যে সুদূরপ্রসারী হয়েছে, তা তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচিতিতেই প্রতীয়মান। অনতিবিলম্বে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল ফলতে শুরু করে। ১৯৭৬-এ তাঁর 'দৌড়' আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় এবং প্রচার লাভ করে। অন্যদিকে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫-এর মধ্যেই তাঁর কালজয়ী ত্রয়ী উপন্যাস 'উত্তরাধিকার', 'কালবেলা' ও 'কালপুরুষ' 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয় এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে তীব্র সাড়া জাগিয়ে তোলে।

কথাসাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও সমরেশের অচেনা মানুষকে নিয়ে লেখার কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। 'বইয়ের দেশ'-এর (জানুয়ারি-মার্চ ২০১২) সাক্ষাৎকারে যুধাজিৎ দাশগুপ্তকে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'অনেকদিন আগে তরুণ লেখকদের নিয়ে একটা সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে আমি লিখেছিলাম আমি অচেনা মানুষের জীবন নিয়ে লিখতে চাই । যার গায়ে একটু অচেনা গন্ধ, সে আমাকে আকর্ষণ করে। আমি লিখতে চাই । আমি এখনও সেটা বিশ্বাস করি।' সেজন্য সমরেশের লেখার মধ্যে নিত্যনতুন মানুষের কথা উঠে এসেছে, সেখানে পুনরাবৃত্তির কোনো অবকাশ ঘটেনি । তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি লিখছি, ১৯৭৫-থেকে ১৯১১, ছত্রিশ বছরে আমার কোনও উপন্যাসে বিষয়টা রিপিট করিনি।' সেক্ষেত্রে গড়পড়তা মৃতপ্রায় মানুষের প্রতি তীব্র বিমুখতা থেকে অচেনা জীবন্ত মানুষের প্রতি সতৃষ্ণ মনের চলন সমরেশের কথাসাহিত্যে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কও বর্তমান। স্বয়ং বিমল করই সমরেশের তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধায় লিখিত সাহিত্যভাবনার প্রতি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর 'দশজন লেখক'-এর ভূমিকায় তিনি সমরেশের বক্তব্যকে তুলে ধরে শুধু বিদ্রুপ বা কটাক্ষই করেননি, রীতিমতো তাঁর সাহিত্যেই তার অভাবকেও প্রকট করে তুলেছেন । বিমল করের কথায় 'সমরেশ তাজা, টাটকা, সজীব মানুষকে নিয়ে গল্প লিখতে চান, চান উপন্যাস লিখতে। খুব ভাল কথা। এখন পর্যন্ত তাঁর লেখায় যাদের আমরা দেখেছি তারা সেই সজীবত্বের নমুনা হিসাবেই গ্রাহ্য হওয়া উচিত — লেখকের মতে। তবু আমার মনে হয়েছে সমরেশ, জীবিত বা মৃতের কথা বোধ হয় ভুলে গিয়েই কিছু জীবন্মৃতের কথা লিখেছেন অশেষ দক্ষতায়।' সেক্ষেত্রে সমরেশের অচেনা অস্বাভাবিক জীবন্ত চরিত্র নিয়ে লেখার সদিচ্ছা যে লেখকজীবনের প্রথম দশবছরে ফলপ্রসূ হয়নি, তা বিমল করের কথাতেই শুধু নয়, তাঁর নিজের কথাতেও পরোক্ষে উঠে এসেছে। আবার তা যে তাঁর মনগড়া কথা নয়, ভেবেচিন্তে লক্ষ্যে অবিচল থাকার স্বরচিত মতাদর্শের মন্ত্রবীজ, তা অচিরেই 'দৌড়'-এ সক্রিয় থেকে 'উত্তরাধিকার' থেকে 'কালবেলা'য় পৌঁছেই সেই বীজ থেকে অচেনা বৃক্ষের হাতছানিতেই তা সচলতা লাভ করে। সেজন্য সমরেশ মজুমদারকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি । আমাদের কাছে তাঁর অচেনা-অজানা মানুষজন যে তাঁরই চেনাজানা জগৎ থেকে তিনি আবিষ্কার করেছেন অবিরল ও অবারিত, ভাবা যায়! সেখানে যে তাঁর ভাস্কো দা গামার দৃষ্টি, কলম্বাসের অতৃপ্তি!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একটি গ্রাম চালানোর ক্ষমতা নেই তিনি আবার লোকসভার প্রার্থী

মিতালি বাগকে কটাক্ষ বিমানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগকে তীব্র কটাক্ষ করল বিজেপি নেতৃত্ব। সামান্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের একটি গ্রাম চালানোর যার ক্ষমতা নেই, তিনি কিভাবে লোকসভার প্রার্থী হন। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে নিজের গ্রামের মানুষের জন্য তিনি কি করেছেন সেই বিষয়টি মাথায় রাখলেই আরামবাগ লোকসভার মানুষ বাকিটা বুঝে যাবে। এই ভাবেই কটাক্ষ করেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক তথা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষ। যদিও বিজেপি নেতার এই মন্তব্যকে পাত্তা দিতে নারাজ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার আরামবাগ লোকসভায় শাসক দল তৃণমূলের প্রার্থী মিতালি বাগ কামারপুকুর মঠ ও মিশনে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আশীর্বাদ নিয়ে জনগণের আশীর্বাদ নিতে পৌঁছে যান। তবে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ নাকি সন্ন্যাস নিয়ে নেবেন, এমনটাই মনে করে ছিলেন বাড়ির লোকজন। কিন্তু না, তিনি সন্ন্যাস নয় মানব সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। তাই এবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে লোকসভা ভোটে আরামবাগ থেকে লড়াই করার জন্য টিকিট পেয়েছেন তিনি। কিন্তু পুরনো ভক্তির জায়গা আজও তাকে টানে আর তাই ভোট প্রচার শুরুর আগে কামারপুকুর মিশনে গিয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন তিনি। রবিবার ব্রিগেড সমাবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার নাম ঘোষণা করেন। তারপরেই গোঘাটে বাড়ি ফেরার পথে তারকেশ্বরের শিবের মন্দিরে পুজো দেন তিনি। এই বিষয়ে মিতালি বাগ জানালেন, গুরুজনের আশীর্বাদ, মা-বাবার আশীর্বাদ ছাড়া, এই জায়গায় আমি পৌঁছতে পারতাম না। তবে গুরুজনদের আশীর্বাদের সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদও নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। আর তাই রামকৃষ্ণ মিশনে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আজকে তিনি ভোট প্রচার শুরু করছেন তিনি। তিনি এও বলেন, প্রার্থনার জন্য মঠ মিশন মন্দির মসজিদকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। তবে আরামবাগাসীর জন্য কি কি করবেন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমাদের বলার আগে, করার আগে দিদিমণি অনেক কিছু বলেছেন। দিদির নজর আছে। শুধু শহরের দিকে নয়, গ্রামের দিকেও নেমে গেছেন, এই মন্তব্য নিয়ে বিরোধী বিজেপি নেতৃত্ব কটাক্ষ করেন। তাদের বক্তব্য, একজন তৃণমূল প্রার্থী যদি কোনও পরিকল্পনা না থাকে অথবা উন্নয়নের যদি সঠিক দিশা না থাকে তাহলে তিনি মানুষের জন্য কি কাজ করবেন। সবমিলিয়ে এবারের লোকসভা ভোটে আরামবাগ লোকসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলা যায়।

জিতলে খেলাধুলোর মান উন্নয়নে পদক্ষেপের আশ্বাস কীর্তি আজাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পরই সোমবার সকাল থেকে রীতিমতো ময়দানে নেমে পড়লেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। সোমবার সকালে বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ বর্ধমান পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর ও দলের কর্মীদের নিয়ে প্রার্থী সোজা চলে যান বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে। সেখানে গিয়ে পুজো দেন। পুজো শেষ করে মন্দির থেকে বেরিয়ে কীর্তি আজাদ তুলি হাতে নিয়ে দেওয়াল লেখেন।

এরপরই সদলবলে পৌঁছে যান রাধারানি স্টেডিয়ামে। সেখানে খুদে খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যাট হাতে নেমে পড়েন মাঠে। সেখানে ডিউজ বলে চার বল ব্যাট করে তিনি বুঝিয়ে দেন এখনও ভালোই ফর্মে আছেন তিনি। তবে একজন প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় হিসেবে বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়দের প্রতি তাঁর

পরামর্শ, খাওয়া দাওয়ার প্রতি সচেতন হতে হবে। বাইরের ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলতে হবে। নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে। জীবনে শৃংখলা রাখতে হবে। তিনি আরও জানান, এই কেন্দ্র থেকে জিতলে খেলাধুলোর মান উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ করবেন তিনি।

বদলির ভয়! শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ, দাবি মানল ইসিএল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়া কর্তৃপক্ষ কোলিয়ারির স্থায়ী শ্রমিকদের সবসময় বদলির ভয় দেখাচ্ছেন বলে দাবি তুলে প্রতিবাদে সোমবার সকাল ৯টা থেকে এমডিও প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন কোলিয়ারির দু'টি পিটের প্রায় ৭২৩ জন স্থায়ী শ্রমিক। সকাল ৯টা থেকে বিক্ষোভ চলার পর অবশেষে বাঁকোলা এরিয়ার ইসিএল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের দাবি মেনে নেয়। ঠিক হয় যে সকল শ্রমিক স্বেচ্ছায় বদলি যেতে চান, তাঁরা বদলি নিতে পারেন। কর্তৃপক্ষ জোর করে কাউকে বদলি করবে না। এরপরই বেলা ২ টো নাগাদ বিক্ষোভ তুলে নেন শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা।

শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জানান, শ্রমিক সংগঠন এমডিওর বিরুদ্ধে নয়, তাঁরা কোনও ভাবেই কয়লা উৎপাদন ব্যাহত হোক চান না। তবে এমডিওর নামে স্থায়ী শ্রমিকদের এখান থেকে বদলির যে প্রক্রিয়া বাঁকোলা এরিয়ার ইসিএল কর্তৃপক্ষ চালাচ্ছে তাঁরা তার বিরোধী। সংগঠনের নেতারা জানান, তাঁদের তেলাবনী

কোলিয়ারিতে রয়েছে দু'টি পিট (চাণক)। এই দু'টি চাণকের মোট স্থায়ী কর্মী সংখ্যা ৭২৩ জন। কিন্তু ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ম্যানপাওয়ার বাজেটে ১২৩ জনের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলে ৭২৩ জনের মধ্যে ১২৩ জনকে বাদ দিলে বাকিরা সানগ্লাসে চলে আসবেন আগামী দিনে তাঁদেরকে অন্যত্র বদলি করার পথ সুগম হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। সে কারণেই তাঁরা স্থায়ী শ্রমিকদের বদলির বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

ঘটনাস্থলে কোলিয়ারির ম্যানেজার সুমন্ত কুন্ডু উপস্থিত ছিলেন। তবে তিনি এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি। শ্রমিক সংগঠনের এই বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে রইল এমডিও প্রজেক্টের কাজ। শ্রমিক সংগঠনের একটাই দাবি, স্থায়ী শ্রমিকদের বদলির প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে এবং ম্যানপাওয়ার বাজেটে ৭২৩ জনের নাম প্রকাশ করতে হবে। তা হলেই তাঁরা এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার তিলাবনী কোলিয়ারিতে বেসরকারি সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়েছে এমডিও (মাইন ডেভেলপার অ্যান্ড অপারেটর) পদ্ধতিতে আধুনিক ভাবে খনির নীচ থেকে কয়লা উত্তোলনের কাজ। সেই এমডিও প্রজেক্টের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, যদিও কয়লা উত্তোলন এখনও শুরু হয়নি।

এদিনের এই বিক্ষোভে শ্রমিক সংগঠন এইচএমএসে তরফে মিন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, কয়লা খাদান শ্রমিক সংগঠনের নেতা বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিআইটিও নেতা জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা।

বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভায় বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা। জেলা সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বর বিধানসভার তিনশোর বেশি বিজেপি কর্মী সমর্থক। পাশাপাশি এদিন মন্তেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত বড়পলাশন-১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান বনমালী কৈবর্ত এবং সিপিএমের মণ্টু মণ্ডল, ঈদ আলি মণ্ডল, মঞ্জুর মণ্ডল ও টুটুল মল্লিক সহ শতাধিক মানুষ বিজেপিতে যোগদান করে। এদিন জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা তাঁদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন। জেলা সভাপতি জানিয়েছেন, বিকশিত ভারত গড়ার প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পূরণ করতে অনেকেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আগামী দিনেও বিভিন্ন দল থেকে অনেকেই আসবেন দলে যোগ দিতে। ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই মানুষ বিজেপিতে যোগ দেবেন ও বিজেপি দলকে শক্তিশালী করবেন।

তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। আর লোকসভা নির্বাচনের আগেই ৫টি তাজা বোমা উদ্ধার হল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। রবিবার রাতে গুসকরা বিট হাউসের পুলিশ ওই বোমাগুলি উদ্ধার করে। এলাকায় বোমা উদ্ধারের ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। সোমবার বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে বম্ব স্কোয়াড। কে বা কারা বোমা রেখেছিল তা নিয়েই তদন্ত শুরু করেছে আউশগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের বিল্বগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দা গ্রামের কাছে রাস্তার পাশেই একটি ড্রামে ৫টি তাজা বোমা রাখা ছিল। গুসকরা বিট হাউসের পুলিশ খবর পেয়েই সেখানে গিয়ে এলাকা ঘিরে রাখে। এদিন সকালে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড এসে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করে।

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 35577609540 & 38706381903

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সঞ্জীত চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৪র্থ তল, হোল্ডিং নং ৮, আর কে স্ট্রিট, মৌসুমী ক্লাবের নিকট, পো. এবং থানা - উত্তরপাড়া, হুগলি - ৭১২২৫৮ এবং ১৮(৩১/১ নতুন) চৌধুরি পাড়া স্ট্রিট উত্তরপাড়া, হুগলি - ৭১২২৫৮** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৯৮,৩৬৪ টাকা (সতের লাখ আটানব্বই হাজার তিনশ চৌষট্টি টাকা) ১১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া** নিকট বকেয়া **১৭,৯৮,৩৬৪ টাকা (সতের লাখ আটানব্বই হাজার তিনশ চৌষট্টি টাকা) ১১.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ডি, চতুর্থ তলে, উত্তর পূর্বদিকে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬০ বর্গফুট বা কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ খোলা কিচেন তথা ডাইনিং, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অবস্থিত হোল্ডিং নং ৮, আর কে স্ট্রিট, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, এডিএসআর অফিস শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২২৫৮।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সকলের ব্যবহারের জায়গা, **দক্ষিণে:** সকলের ব্যবহারের জায়গা, সিঁড়ি এবং লিফট স্পেস, **পূর্বে :** সকলের ব্যবহারের জায়গা, **পশ্চিমে :** সকলের ব্যবহারের জায়গা।
সম্পত্তি শ্রী সঞ্জিত চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি সুপ্রিয়া চ্যাটার্জির নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০২৯১২-২০১৫ সালের, সিডি ভলুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৮৫১৭ থেকে ৮৫৪৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.০৩.২০২৪,
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL1800 0705	1. অরুণাভ মুখার্জি (ঋণগ্রহণকারী) 2. মালবিকা মুখার্জি (উপ-ঋণগ্রহণকারী'রা) 3. মনীষা মুখার্জি গাঙ্গুলি (উপ-ঋণগ্রহণকারী'রা)	সমগ্র বিষয়সম্পত্তি যার পরিমাপ 1 কাঠা, 03 ছটাক এবং 20 বর্গফুট, একত্রে পরিকাঠামো যার পরিমাপ 250 বর্গফুট, যা দাঁড়িয়ে আছে দাগ নং 3347 খতিয়ান নং জে.এল.নং 71-এর অধীনে, মৌজা জগদ্দল সোনারপুর পুলিশ থাকানর অধীনে, জেলা 24 পরগণা (এস) বর্তমানে পরিচিতি এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 229 কে, রায় চৌধুরী রোড মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নম্বর 25 যা রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কলকাতার সীমানায়, পশ্চিমবঙ্গ 700151 পরিসীমা পূর্ব - অন্যান্য সম্পত্তি পশ্চিম - 4 ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ উত্তর - এক তলা বাড়ি দক্ষিণ - 6 ফিট প্রশস্ত কম প্যাসেজ	21-12-2022	₹31,07,764.48/- (টাকা একত্রিশ লাখ সাত হাজার সাতশ চৌষট্টি এবং আটচল্লিশ পয়সা) 21-12-2022 অনুসারে	06-03-2024 শারীরিক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 12.03.2024
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০ **শাখা অফিস** - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮ যশোর রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৭, মোবাইল নং +৯১ ৮৩৩৪০৬৯৯১৬
ইমেল : barasat@gichf.co.in

প্রতীকী দখল নোটিশ
রেফা. দখল নোটিশ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর উপরুল (১) অধীনে

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট আপনাদের/ঋণগ্রহীতাগণকে এই নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল** ২০০২ সালের সারেফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রী নজরুল শাহ এবং শ্রী মহ ওবায়দুল্লা শাহ WB0770600000097	মৌজা : শ্যামনগর, সিএস দাগ নং ২৬৬২,আরএস দাগ নং ২৩৪৬ এবং এলআর দাগনং ২৩৪৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৩১, এলআর খতিয়ান নং ১১৪/১, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ৯৮৩/১০, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২১৩০, জেএল নং ২১, থানা: কাশীপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৫, চৌহদ্দি : উত্তরে : পাকা রোড, পিডব্লুডি অধীন, দক্ষিণে : মুচুর আলি সাহা এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : মুচুর আলি সাহা এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : সওকত মোল্লার জমি।	১১,৬১,১৯৮/-	১৭.০৩.২০২৩	০৯.০৩.২০২৪
২	শ্রীমতি সুতপা পাল এবং শ্রী তন্ময় পাল WB0770600000337	মৌজা : মন্ডলপাড়া,জেএল নং ৪৬, এলআর খতিয়ান নং নতুন ২৫৯, দাগ নং ৭২৮, থানা : অশোকনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৭১১,চৌহদ্দি : উত্তরে : দাতার জমি, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৭২৮ এবং সড়ক, পূর্বে : জমি দাগ নং ৭২৮, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৭২৯।	১৪,৩০,২৪৯/-	১৭.০৩.২০২৩	০৬.০৩.২০২৪
৩	শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিন্দু বিশ্বাস WB0770600000092	আরএস দাগ নং ৫২১, আরএস খতিয়ান নং ২১৯, এলআর দাগ নং ৬০০, এলআর খতিয়ান নং ৩০৮, এবং ১.৩৫ ডেসিমেল, আরএস ৫২৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৯, এলআর দাগ নং ৬০৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৬/১, বর্তমান ৮৪৮), অবস্থিত মৌজা : গঙ্গারামপুর, জেএল নং ৬৯, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১৭৯০এ/১৭২৫এ/১৬৮এ, গঙ্গারামপুর,ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, (পুরানো ৮),থানা: উলুবেড়িয়া,জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩১৬, চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি দাগ নং ৫২১ (অংশ),দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : অংশত জমি দাগ নং ৫২৪ এবং অংশত জমি দাগ নং ৫২২, পশ্চিমে: অংশত জমি দাগ নং ৫২৪ এবং অংশত দাগ নং ৫২১।	১৩,৩০,৫৫৩/-	২৭.০৯.২০২৩	০৮.০৩.২০২৪
৪	শ্রী অভিষেক বর্মন এবং শ্রী অনল বর্মন WB0770600000112	ফ্ল্যাট নং জিএ, একতলায় মৌজা : সুলতানপুর,জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৮, আরএস দাগ নং ১৮৪, এলআর দাগ নং ২৬৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১১১১, প্রেমিসেস নং এ/১২, মিলনপল্লি,পো : ইটালগাছা, থানা : দম দম, কলকাতা : ৭০০০৭৯,ওয়ার্ড নং ৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি,পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	১৮,৫২,০৭১/-	১৩.০৭.২০২২	০৬.০৩.২০২৪
৫	শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি স্মৃতিকণা চ্যাটার্জি WB0770600000190	আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯১৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৮, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৫ এবং ১৫৭৬,জেএল নং ৩, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৩,চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি দাগ নং ৮৪৯ এভং ৮৪৮ (অংশ), দক্ষিণে : জমি লেআউট প্লট নং ৬, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৮৫০ (অংশ)।	১৫,৪১,৮৪২/-	১৪.০৬.২০২৩	০৮.০৩.২০২৪
৬	শ্রী ভাস্কর মন্ডল এবং শ্রীমতি সোমা দাস WB0770600000167	আরএস দাগ নং ১৮৫৮, ১৮৫৯, এলআর দাগ নং ২৪৫২ এবং ২৪৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৫, এবং ৭৬৩,এলআর খতিয়ান নং ৭৮৭২, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১২০৪, চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : লট নং বি, পূর্বে : সাদারণ চলার পথ, পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১৮৫৯।	১৩,১২,০৫২/-	১৩.০৭.২০২২	০৯.০৩.২০২৪
৭	শ্রী সেলিম সর্দার এবং শ্রীমতি ইসমাতারা বিবি WB0770600000257	আরএস দাগ নং ৯৫৪,আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৮/৪১, অবস্থিত থানা : ভাঙ্গর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : মোসারফ আলমের ভবন,দক্ষিণে : মহম্মদ আলির ভবন, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক।	১৩,৭৭,৭৩২/-	২৫.০৩.২০২২	০৯.০৩.২০২৪
৮	শ্রী রফিকুল সাহাজি এবং শ্রী আহদুত জামান সাহাজি WB0770600000306	খতিয়ান নং ১১৭,হাল এলআর খতিয়ান নং ১৩৫, দাগ নং ৪৫ (০৪ শতক বাস্তু), ৪১ (০৪ শতক বাস্তু) ৩৯ (০৪ শতক), এবং ৪৩ (০১শতক বাস্তু), থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২২২,চৌহদ্দি : উত্তরে : বাগান, দক্ষিণে : পুকুর এবং সড়ক, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : খালি জমি।	১৪,১০,১৩৪/-	২৭.০৯.২০২৩	০৭.০৩.২০২৪
৯	শ্রী সন্দীপ নাথ এবং শ্রীমতি রুমা নাথ পাল WB0770600000220	এলআর খতিয়ান নং ৯০, তৌজিনং ২০৬৮, হাল তৌজি নং ১৪, আরএসনং ২৯৩, জেএল নং ১৩৮,থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩২৬৩। চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি শ্রী রতন দে পোদ্দার এর স্বত্বা অধীনে, দক্ষিণে : শ্রী রঞ্জিত কুমার নাথের জমি, পূর্বে :গোবিন্দ চন্দ্রনাথ, পশ্চিমে : দুলল কৃষ্ণ নাথ।	৯,৭৭,১২৯/-	২৭.০৯.২০২৩	০৬.০৩.২০২৪
১০	শ্রী অভিষেক বর্মণ এবং শ্রী অনল বর্মণ WB0770600000056	ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তল, মৌজা : সুলতানপুর,জেএল নং ৩, আরএস নং ১৪৮, আরএস দাগ নং ১৮৪, এলআর দাগ নং ২৬৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১১১১, প্রেমিসেস নং এ/১২, মিলনপল্লি, পো : ইটালগাছা, থানা: দমদম, কলকাতা : ৭০০০৭৯, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : শঙ্কর সিনহার ভবন,দক্ষিণে : মহামায়া অ্যাপার্টমেন্ট ভবন, পূর্বে : নির্মল বসাকের ভবন, পশ্চিমে : জ্যোতি নারায়ণ ব্যানার্জির ভবন।	১৪,৯৫,৮৮৭/-	১৩.০৭.২০২২	০৬.০৩.২০২৪

এই নোটিশের অতিরিক্তে ঋণগ্রহীতাগণকে অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্পূর্ণ দখলমুক্ত অবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে **জিআইসিএইচএফএল**-এর নিকট ৭ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে অন্যথায় নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্বত্ব দখলের প্রক্রিয়া** গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বলপূর্বক এবং/বা উক্ত সম্পত্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য ২০০২ সালের সারফেসি আইন এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে বিক্রয় করতে বাধ্য হবেন।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উল্লিখিত সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদের কোনো অংশ লেনদেন না করতে উক্ত সম্পত্তিসমূহ/জামিনদত্ত সম্পদ কোনোরকম লেনদেন **জিআইসিএইচএফএল**-নিকট উল্লিখিত সমুদয় বকেয়া পরবর্তী সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত **আদায়দান সাপেক্ষ**।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১২.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং** 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে **২৮.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স অপর্ণা লেডিজ টেলর্স (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রীমতি অপর্ণা সাহা), ঠিকানা : বাগপোতা, সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, এবং শ্রীমতি অপর্ণা সাহা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : সরশুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, অংশ আরএস দাগ নং ২১৮৬, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর এবং জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি অপর্ণা সাহার স্বত্বাধীনে সম্পত্তির **চৌহদ্দি : উত্তরে** : দাগ নং ২১৩২, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মোহন চন্দ্র পোল্লে, পশ্চিমে : মায়া ঘোষ।	১১,৬১,১৫০.০০ টাকা (এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6262496302 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৮ মার্চ ২০২৪ (২৮.০৩.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১২.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চ
৮/৯, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

পরিশিষ্ট-IV
[রুল -৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চ অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চ নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
ঋণগ্রহীতা : শ্রী সলিল বসু এবং শ্রীমতি পম্পা বসু শাখা : কলেজ স্ট্রিট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তিবসবাসের ফ্ল্যাট ৫এ,দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ৬ষ্ঠ তলে, পরিমাণ ৯৩০ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, বিশ্বরূপ অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা : সাতগাছি, তৌজি নং ৩০৮৩, সিএস খতিয়ান নং ৬৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, এলআর খতিয়ান নং ২৯৭৯, সিএস দাগ নং ১১৬, আরএস দাগ নং ২৮৮,এলআর দাগ নং ৩০২, হোল্ডিং নং (পুরানো) ৩৫, (নতুন) ৭২, প্রেমিসেস নং ২৪, আনন্দ মোহন বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০৭৪, ওয়ার্ড নং ২২,দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভার চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** শ্রী জীতেন্দ্র লাল দাসের ভবন, **পূর্বে :** পাপিয়া ধারার ভবন, **পশ্চিমে :** জগবন্ধু মিশ্রর ভবন।	১) ৩০.১২.২০২৩ ২) ০৬.০৩.২০২৪ ৩) ৫৮,৩৭,২০৯.৬৮ টাকা (আটান্ন লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার দুশো নয় টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) টাকা
ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেব কুমার সিকদার জামিনদাতা : শ্রীমতি করুণা সিকদার, শাখা : কলেজ স্ট্রিট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি পরিমাণ ০২ কাঠা ১৩ ছটাক, ৪৪ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ নিমতা, জেএল নং ২, আরএস নং ১০২, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ১২৮৪, হাল খতিয়ান নং ২৩৫৫, দাগ নং ৩৫০১, হাল দাগ নং ৩৫০১/৫৪৯০, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং ১০১(১৫), সেবাদল রোড, ২১ (পুরানো), ২৯ (নতুন), থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, করুণা সিকদারের নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে:** বিষয়াদেব পালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** ১ ফুট নিকাশি এবং ৯ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** ৩ ফুট চওড়া উদয়পুর পুরনিকাশি পরবর্তীতে দাগ নং ৩৫০২।	১) ১৮.০৮.২০২৩ ২) ০৬.০৩.২০২৪ ৩) ২৪,৭০,২৮৪.৮৮ টাকা (চব্বিশ লাখ সত্তর হাজার দুশো চুরাশি টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) টাকা
ঋণগ্রহীতা : শ্রী প্রসূন দাস শাখা : কলেজ স্ট্রিট	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট ২য় তলে, পরিমাণ ৮৯৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, মৌজা : সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আরএস ১৪৮, তৌজি নং ১৭৩, আরএস দাগ ২৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৬৯৩, হোল্ডিং নং ৩, স্টেশন লেন, থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০২৮, ওয়ার্ড নং ১৯, দমদম পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** রবীন মুখার্জি এবং অঞ্জলি গোস্বামীর জমি, **দক্ষিণে :** ৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া স্টেশন রোড, **পশ্চিমে:** সবিতা করের জমি।	১) ১৬.০৮.২০২৩ ২) ০৬.০৩.২০২৪ ৩) ২৩,৬১,৯৯২.৫৭ টাকা (তেইশ লাখ একষট্টি হাজার নশো বিরানব্বই টাকা এবং সাতান্ন পয়সা) টাকা

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার, কলেজ স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় মৃত ওন্দার বিট অফিসার সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ওন্দার বিট অফিসার তন্ময় ভুঁইয়ার। বিষ্ণুপুর বিড়াই ব্রিজ সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, বছর তিরিশের তন্ময়বাবু বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন দরকারি কাজে। বিষ্ণুপুর থেকে একটি মোটর বাইক করে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। যদিও কীসের সঙ্গে এই দুর্ঘটনা তা জানা যায়নি, তবে তন্ময়বাবুকে রাস্তার পাশে বাইক নিয়ে পড়ে থাকতে দেখে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এরপরই একের পর এক বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের আধিকারিকরা। হাসপাতালে আসেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের এডিএফও। তিনি জানান, কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তাঁর সহকর্মীর মৃত্যুতে তিনি সমবেদনা জানান এবং পরিবারের পাশে বন দপ্তর আছে বলে আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই বিষ্ণুপুর যদুভট্ট মঞ্চে একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে কোতুলপুরের বাসিন্দা চন্দন দাস এবং হেতিয়ার বাসিন্দা জীবন অধিকারী একটি মোটর বাইক করে জয়পুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সূত্রের খবর দু'নম্বর রাজ্য সড়কে জয়পুর জঙ্গলের মাঝামাঝি গিয়ে সামনে একটি লরি ধাক্কা মারে জঙ্গলে থাকা গাছের একটি ডালে, সেই ডাল ভেঙে গিয়ে সজোরে আঘাত করে বাইকে, বাইক থেকে চন্দন দাস ও জীবন অধিকারী ছিটকে পড়েন রাস্তায়। দুর্ভাগ্যক্রমে পেছন দিক থেকে একটি লরি এসে চন্দন দাসের পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনকে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, সেখানে চন্দন দাসের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাঁকে অন্যত্র রেফার করেন। পরিবারের লোকজনের পক্ষ থেকে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়।

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে রাজ্যে এনআরসি ও সিএএ চালু হবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন এ রাজ্যে এনআরসি ও সিএএ চালু হবে না। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১৩তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের হুগলি জেলার চণ্ডীতলা ব্লক - ২ কমিটির পরিচালনায় ভক্তিমিলন উৎসবে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না।

এদিন তিনি বলেন, 'যতই বিজেপি এনআরসি ও সিএএ চালু করার কথা বলুক না কেন এ রাজ্যে কোনও ভাবেই তা চালু হবে না। মতুয়ারা এখানকারই বাসিন্দা তাঁদের আলাদা করে নাগরিকত্ব নেওয়ার কিছু নেই।' এদিন এই ভক্ত মিলন উৎসব উপলক্ষে কয়েক হাজার মতুয়া উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগঠনের সভাপতি বিমল বাকচি,সম্পাদক সুকান্ত বাকচি, কোষাধ্যক্ষ কৃষ্ণকান্ত রায়, আহ্বায়ক সময় মধু সহ অন্যানরা।

সেহেরাকুড়ি বিবেকানন্দ রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় এলাকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভরতা গড়ার লক্ষ্যে কুকিং এন্ড ক্যাটারিং-এর ট্রেনিং শুরু হল। সোমবার এই ট্রেনিং কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নাবার্ডের বীরভূম জেলা প্রবন্ধক অনুপম পট্টনায়ক, উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার বিদ্যুৎ মন্ডল, আলোচক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রার্থী নাম ঘোষণা হতেই মালদার দুটি কেন্দ্রে শুরু দেওয়াল লিখন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণ মালদা এবং উত্তর মালদা এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রেই তৃণমূলের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার শুরু করেছেন দলের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রার্থীদের পরিচিতি দিতে শুরু করেছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিন দক্ষিণ মালদার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শাহনওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার। এদিন স্টেশন রোড এবং মনস্কামনা রোড এলাকায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এই দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির রবিবার কলকাতার ব্রিগেডে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ মালদায় প্রার্থী হয়েছেন শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। তাঁর সমর্থনে এদিন থেকেই দেওয়াল লিখন এবং নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য দক্ষিণ মালদায় কংগ্রেস এবং বিজেপিকে পরাজিত করেই তৃণমূল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিষয়গুলিও প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।

অন্যদিকে এবারে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন ব্যানার্জি। তাঁর সমর্থনে এদিন হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী এলাকায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা দেওয়াল লিখন এবং নির্বাচনী প্রচারে উৎসাহের সঙ্গে নামেন। এদিন সকাল থেকেই বুলবুলচন্ডী এলাকার দলীয় প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জির সমর্থনে পোস্টার টাঙানো এবং দেওয়াল লিখনের কাজ করা হয়।

বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রাক্তন উপপ্রধান সমীর সাহা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জনমুখী প্রকল্পগুলি নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছি। যদিও লক্ষ্মী ভাণ্ডারের এক হাজার টাকা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পর নতুন করে আর কিছু বলার নেই। ঘরে ঘরে মানুষ তৃণমূলকেই চাইছে। উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা হতেই এদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারে আমরা নেমে পড়েছি। বিজেপিকে পরাস্ত করতেই তৃণমূলের হাতিয়ার এখন সাধারণ মানুষের উন্নয়ন। সে কথাও এক বাক্যে সাধারণ মানুষেরাও মানছেন।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের খুব ভালো প্রার্থী হয়েছে। একজন শিক্ষিত তরুণ তুর্কি শাহনাওয়াজ আলি রায়হান। তিনি দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। অপরজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন ব্যানার্জি। তিনি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। তবে প্রার্থী যেই হোক না কেন আমাদের মুখ একটাই, সেটা হচ্ছে জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ফলে এবারে নির্বাচনটা অন্যরকম। বিরোধী দলগুলিকে রীতিমতো পরাজিত করতে তৈরি তৃণমূল। আগামী ১৩ মার্চ মালদায় দুই প্রার্থীর সমর্থনে বিভিন্ন অঞ্চল কমিটির সভাপতি, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

যুনিয়ন বैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ ''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে আগামী **২৭.০৩.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৭.০৩.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৬.০৩.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৭.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৬.০৩.২০২৪	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** ''কমলা ভিলা'' নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন** । **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা	১৪,৩৬,১৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে**, জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১২,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৬,৪০০.০০ টাকা	১৩,৮৪,৩৬৬.০০ টাকা (তেরো লাখ চুরাশি হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪১,০০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস** **শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি :** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট, অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা- সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি ২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা ১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪২,০০০.০০ টাকা	২৬,৩৪,১৪৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন**। পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত উনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৯৪৩১২৮২৭৭১**	১. ৪,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ৪৮,২০০.০০ টাকা	৯,৮৪,৭৪৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি** - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বিল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪১,৬৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৬,০০০.০০ টাকা	৯,৭০,৯৮৭.০০ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭, এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,৬২,২০৩.০০ টাকা (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫, ১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১১,৯৪,৫৩৩.০০ টাকা (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত তেত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সেখ ইয়াদ আলী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তি:** বিক্রয় দলিল নং আই-১৯৭৭ তারিখ ১০/৮/২০১০ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৩৯০৮ ও ৩৯১০, এলআর প্লট নং ৩৯০৮ এবং ৩৯১০, গ্রাম, পোস্ট এবং জি.পি. - সিংঘী -তে অবস্থিত, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, জমির পরিমাপ - ১ শতক (প্রকৃত পরিমাপ) এবং ৩ শতক (উকিল অনুসন্ধান অনুসারে), মৌজা - সিংঘী, পোস্ট ও থানা - বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪০ -তে **সেখ ইয়াদ আলীর নামে** এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সিংঘী গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - সেখ দাদ আলীর খোলা জমি; পূর্ব - সেখ দারাজ এর খোলা জমি, পশ্চিম - সেখ দারাজ এর মাটির ঘর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী উদয় পান্ডে - ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ১০,০৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,০০,৩০০.০০ টাকা	১২,৪৩,১৩৬.০০ টাকা (বারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬, ১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৭,২২,০০০.০০ টাকা ২. ১,৭২,২০০.০০ টাকা	২১,৯৩,৫২৯.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৬,৩০০.০০ টাকা	১৮,৪৯,০৬৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত: উত্তরে** - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; **২.** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৪,৭২,০৫৬.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৭.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া,** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: বিনোদ কুমার দাস - ৬২০১৫৩০১৫৬**	১. ৫০,৮৮,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা	৮৬,৮৩,০২১.০০ টাকা (ছিয়াশি লক্ষ তিরাশি হাজার একুশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ওম হ্যাচারি,** **শাখা- মোহনপুর** সম্পত্তি- জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.৫৮৩ কাঠা বা ২৫৮০ বর্গফুট এবং হোল্ডিং নং ৯৯/১৯, আরএস দাগ নং ১৭২১, এলআর দাগ নং ১৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮১, টি.সি.আই.রোড, বড় শ্রীরামপুর, বড় শ্রীরামপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩৫, ভাটপাড়া পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) পোস্ট - নারায়ণপুর, থানা- জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১২৬ এ অবস্থিত। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১২,৯৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৯,৬০০.০০ টাকা	১৩,১৫,১০৮.৯০ টাকা (তেরো লক্ষ পনেরো হাজার একশত আট টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৪,০৬,৪০৯.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছয় হাজার চারশত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৬.০৩.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ০৯.০৩.২০২৪, স্থান: দুর্গাপুর — **অনুমোদিত অফিসার, আঞ্চলিক দপ্তর**

অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উড়ান

শ্রীহরিকোটা, ১১ মার্চ: দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হল রবিবার। দেশীয় প্রযুক্তিতে উন্নত সমরাস্ত্র তৈরির যে সরকারি প্রকল্প, সেই 'মিশন দিব্যাস্ত্র'-র অঙ্গ হিসাবেই এই পরীক্ষা হয়। অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণের পর ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, 'মিশন দিব্যাস্ত্রের জন্য ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ। আমরা গর্বিত।' জানা গিয়েছে, অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্রে এমন প্রযুক্তি (এমআইআরভি) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে একাধিক অভিমুখে সেটিকে ব্যবহার করা যায়। বিশ্বের খুব কম দেশের কাছেই এই সামরিক প্রযুক্তি আছে। এ বার উন্নত সেই দেশগুলির সঙ্গে একই বন্ধনীতে ঢুকে গেল ভারতও। সূত্রের খবর, এই ক্ষেপণাস্ত্রে এমন সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে যার জন্য যে কোনও সময় নিখুঁত লক্ষ্যে আক্রমণ হানতে পারে অগ্নি-৫।

বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ আরেক সাংসদের

জয়পুর, ১১ মার্চ: লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন আরও এক সাংসদ। হরিয়ানার হিসারের বিজেন্দ্র সিংয়ের পরে এ বার রাজস্থানের চুরুর রাহুল কাসওঁয়া। সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের উপস্থিতিতে কংগ্রেস শিবিরে শামিল হন তিনি।

২০১৪ এবং ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে চুরু থেকে জেতা কাসওঁয়াকে এ বার টিকিট দেয়নি বিজেপি। ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে প্যারাঅলিম্পিক্সে পদকজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার দেবেন্দ্র ঝাঝরিয়াকে। সে কারণেই দলবদল বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। কাসওঁয়া বলেন, 'মল্লিকার্জুন খাড়গেজি, সোনিয়া গান্ধিজি, রাহুল গান্ধিজি কংগ্রেসে নেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ।'

অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার চেয়ে সরব ভারত

নিউ ইয়র্ক, ১১ মার্চ: অবিলম্বে সংস্কার করা হোক রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের। ফের এই দাবিতে সরব হয়েছে ভারত। নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার করার ক্ষেত্রে নেওয়া প্রস্তাব প্রায় ২৫ বছর সময় পার করেছে। বিশ্ব আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। যা নিয়ে সুর চড়িয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ।

শনিবার, রাষ্ট্রসংঘের ৭৮তম অধিবেশন বসেছিল নিউইয়র্কে। সেখানেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন রুচিরা। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সংস্কার নিয়ে আলোচনা চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর অপেক্ষা করতে পারে না।' সেইসঙ্গে তিনি জানান, '২০০০ সালের সম্মেলনেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা নিরাপত্তা পরিষদের সব দিক থেকে ব্যাপক সংস্কার অর্জনের প্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে প্রায় ২৪বছর পার হয়ে গিয়েছে।'

রাষ্ট্রসংঘে সংস্কার প্রবর্তনে অযৌক্তিক বিলম্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রুচিরা। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি এদিন বলেন, 'এই সংস্কারের জন্য আর কত অপেক্ষা করতে হবে? অবিলম্বে এই কাজ করা জরুরি।' ভারতের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে ব্রিটেন, জার্মানি-সহ একাধিক দেশ। ভারতের সংস্কারের পরামর্শকে সমর্থন করে ব্রিটেন জানিয়েছে, 'নিরাপত্তা পরিষদে আরও অনেক বেশি দেশের প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।'

কুনোতে ৫ চিতা শাবকের জন্ম

কুনো, ১১ মার্চ: ফের খুশির হাওয়া মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে। দক্ষিণ আফ্রিকা আনা চিতা গামিনী পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। রবিবার পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব এই সুখবর দিয়েছেন। এর ফলে ভারতে জন্ম নেওয়া চিতা শাবকের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩। আর শাবক-সহ কুনোয় মোট চিতাবাঘের সংখ্যা দাঁড়াল ২৬।

এদিন যাদব এক্স হ্যান্ডলে জানান, 'মহিলা চিতা গামিনী, বয়স প্রায় ৫ বছর। দক্ষিণ আফ্রিকার সওয়ালু কালাহারি রিজার্ভ থেকে আনা গামিনী আজ ৫টি শাবকের জন্ম দিয়েছে। সকলকে অভিনন্দন, বিশেষ করে বন কর্মকর্তা, পশুচিকিৎসক এবং মাঠ কর্মীদের দল, যাঁরা চিতাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন তাঁদের শুভেচ্ছা। সকলের প্রচেষ্টায় সফলভাবে মিলন এবং শাবকের জন্ম হয়েছে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নুতনহাট, থানা রোড, গ্রাম ও পোস্ট- কান্দি রাধাবাজার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭
ই-মেইল: k5160@indianbank.co.in এবং cossimbazar@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **গঠনমূলক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **৩০.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর **৬২,২৮,৯৩০.৪০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো ত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৪,৩৫,৬২২.৭৫ টাকা + ১৭,৯৩,৩০৭.৬৫ টাকা) **০৬/০৩/২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স রানা এগ সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- রানী বেগম মন্ডল),** গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭- এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স রানা এগ সেন্টার (স্বত্বাধিকারী- রানী বেগম মন্ডল),** গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা:** **শ্রী জাহাঙ্গীর মন্ডল,** পিতা- প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার/স্বত্বাধিকারী: রানী বেগম মন্ডল,** স্বামী- জাহাঙ্গীর মন্ডল, গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **জামিনদার: জনাব আলাউদ্দিন মন্ডল** পিতা- প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল, গ্রাম - ছাতিনা, কান্দি পিরতলা, পোস্ট ও থানা- কান্দি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৭ **খ) কান্দি শাখা**	মৌজা- শিবরামতি প্লট নং ১০ ও ১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৬৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৩২, ২০৭৯, ৭৪০, হাল খতিয়ান নং ২৭৮৫, জে.এল. নং. ৮৭ এ জমি এবং তদুপরি নির্মাণের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকা ৩.৮৩৩৩ ডেসিমেল, ১৯/৩৫ কান্দি, মোহনবাগান রোড, পোস্ট ও থানা- কান্দি, ওয়ার্ড নং ১, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণীবিভাগ- বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ৪৬৩/২০০৭ তারিখ- ০২.০৮.২০০৭, সম্পত্তিটি এডিএসআর কান্দিতে **শ্রী জাহাঙ্গীর মন্ডল** পিতা-প্রয়াত আব্দুস সামাদ মন্ডল **-এর নামে নিবন্ধিত। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - জাহাঙ্গীর মণ্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মন্টু সেখের সম্পত্তি, পূর্ব- চাটাই সেখ এবং রাউরান সেখের সম্পত্তি, পশ্চিম- ইজমালি পিসিসি রোড দ্বারা।	**৬২,২৮,৯৩০.৪০ টাকা** (বাষট্টি লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো ত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৪,৩৫,৬২২.৭৫ টাকা + ১৭,৯৩,৩০৭.৬৫ টাকা) **০৬/০৩/২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ২১.০০ লক্ষ টাকা ( )** (একুশ লক্ষ টাকা) **খ) ২.১০ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30203859968** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) গঠনমূলক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ স্বত্বাধিকারী(গণ)-এরও প্রতি

তারিখ: ১১.০৩.২০২৪
স্থান : কান্দি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online bid system under following tender **NIeT) No: 467/MM/PWD/NIeT/2023-24, Date: 11-03-2024.** The last date for online submission of tender is **03-04-2024 (Wednesday)** upto **16.00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of BT & CC Road within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/24e/2023-24 Memo No. 141/PWD dt. 12.03.2024	2024_MAD_683184_1 to 8	12.03.2024 at 10.00 PM	18-03-2024 at 03.00 pm
2	WBMAD/BM/25e/2023-24 Memo No. 142/PWD dt. 12.03.2024	2024_MAD_683229_1 to 7	12.03.2024 at 10.00 PM	18-03-2024 at 03.00 pm
3	WBMAD/BM/26e/2023-24 Memo No. 143/PWD dt. 12.03.2024	2024_MAD_683275_1 to 4	12.03.2024 at 10.00 PM	18-03-2024 at 03.00 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 12 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **08/03/2024 to 20/03/2024. Vide NIT- 10/ PMKSY-WDC 2.0/04/ Jhalda-II-NRM /2023-24.**
Details of timing, eligibility criteria etc.pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Assistant Director of Agriculture
Jhalda-II Block, & PIA, Sahahar-Mamudih Watershed Purulia

---

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O. Garulia,North 24 Parganas for development works at different Wards under Garulia Municipality under 15th Finance Commission (Untied Fund).**e-Tender No.:WBMAD/ULB/GM/NIT-15/ 2023-24 Date: 06-03-2024.** e-Tender ID: 2024_MAD_680643_1, Tender Value:**Rs.2,42,670-00**. e-Tender ID : 2024_MAD_680643_2, Tender Value:**Rs.2,32,527-00**. e-Tender ID: 2024_MAD_680643_3, Tender Value:**Rs.4,11,100-00**. e-Tender ID : 2024_MAD_680643_4, Tender Value:**Rs.3,99,193-00**. e-Tender ID: 2024_MAD_680643_5, Tender Value:**Rs.3,68,381-00**. e-Tender ID : 2024_MAD_680643_6, Tender Value:**Rs.3,82,488-00**. Start date of Bid Submission: **07-03-2024 6-30 p.m.** Bid Submission End Date: **16-03-2024 5-30 p.m.** Details information will be available in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Sri Ramen Das,
Chairman,
Garulia Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457

Tender Notice No. PM/PWD/IT/2023-2024/06
Tender ID. - 2024_MAD_681083_1 to 2024_MAD_681083_19
Bid Submission Start Date- 08-March-2024 10:00 AM.
Bid Submission End Date- 23-March-2024 4:00 PM.

Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/ agencies having experience in civil work. Repairing & Renovation, Construction of Road, Drain, different types of works for different wards under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**

Sd/ Executive Officer,
Panihati Municipality

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- **Supply, Fittings & Fixing for Repair of LeakagePipe Line/ Stand Post Etc. at different location within Ghatal Municipality under Ghatal Municipal Water Supply Scheme & Water Body Rejuvenation Including Bank Protection Work in Ward No.-04 under AMRUT 2.0 as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/ NIT-19e/2023-24 & WBMAD/ GHATAL/NIT-20e/2023-24, Date: 11.03.2024, Tender ID: 2024_MAD_683240_1 & 2024_MAD_683286_1..** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE

No. 40/23-24/MF/T Dated 11.03.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Municipal Fund. Last date of submission of tender: **26.03.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

NOTICE INVITING TENDER
No. 05 of 2023-2024 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (Agri-Irrigation) Sub-Division

On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 01 (One) groups for Gr-(A) Supply of UPVC Pipe for rectification work and development of tubewell including surging maintenance & development at Alampur HDTW (BN-396). Gr-(B) Installation of UPVC pipe for rectification work including surging maintenance and development at Alampur HDTW (BN-396) under Katwa (A-I) Sub Division in the District of Purba Bardhaman, Form No. 2911 are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application **18.03.2024** and last date availability of tender paper **18.03.2024 up to 2.00 P.M.**

Sd/
Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub Division
Katwa, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA
Corrigendum for Extension Date of Tender
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-25e/23-24
Tender ID : 2024_MAD_671591_1

Name of work :- Supply and delivery of 100liters capacity Waste Bins(Green 100pcs & Blue 100pcs) = Total 200pcs and 240 liters capacity Waste Bins (Green 100pcs & Blue 100pcs)=Total 200pcs for Ranaghat Municipality. It is here by informed that the Document Download/Sale End Date, Bid Submission End Date & Bid Opening Date are extend upto 18/03/2024 for above mentioned Tender due to some technical reason.

Sd/- Chairman,
Ranaghat Municipality

Quotation

Sealed quotations are invited from reputed suppliers for supplying of 50 sets of Toolkits in embroidered and crocheted crafts as per specifications mentioned below. The last date of submission of the quotation is **25th March'2024 at 4 pm** & the quotation will be opened on the same day at **Upohar Complex, 2052 Chak Garia, Kolkata 700094.**

Specifications:

Sl No., Tools, Quantities are **1.** Stitching machine (ISI approved, foot operated machine) – 50 pcs, **2.** Embroidery round frame small, medium and large (8', 10' & 12') – 50 pcs, **3.** Tracing paper sheet – (50*5) 250 pcs, **4.** Zari, needles for kasab, 1 taar, 2 taar, 3 taar, 8 taar – 100 pcs, **5.** Pencil – HB & B 1 pack each, **6.** Powder for tracing – 250 gm each, 7. Steel scale- 1 feet and 2 feet – 1 piece each, **8.** Measuring Tape (Tailor) – 2 piece each, 9. Scissor – 1 piece each, **10.** Threat trimmer – 4 piece each, **11.** Seam Ripper – 4 piece each, **12.** Zardozi Needles – 9 up to 12 no. – 1 pack each, **13.** Pattern cloth – 2 piece each, **14.** Finger thimble – 5 piece each.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

Ref. No. ADDA/DGP/Estt/11021(16)/20/2023/171 **Date 11.03.2024**

NOTICE

CEO, ADDA invites applications in prescribed format from the eligible candidates of Ward No. 23 of DMC for allotment of stalls at Roy Gumti More (near B2 Market), V.K.Nagar, Durgapur-713210. For other details visit our website **www.addaonline.in** (in Public Notices). **Sd/- CEO, ADDA, Durgapur**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-103/23-24
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 15.03.2024 in place of 09.03.2024 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_670269_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লুলাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়াতে মাল্টি ডিপার্টমেন্টাল জোনাল ট্রেনিং স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে বৈদ্যুতিক কাজ এবং পুরনো স্প্লিট এবং উইন্ডো এয়ার কন্ডিশনারের স্থানান্তর। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ১০,১১,০৬৫.০৮ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১০৮আর_জেডএনএল_টিএস_ডিটি ৮-৩-২৪

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **/metrorailwaykol** **/metrorailkolkata**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum in connection with tender ref no. : WBDMC/DRGSW/NIT-65/23-24 (2nd Call) [Tender ID : 2024_MAD_668240_1]

With reference to the above this is to be informed that dates in connection with the tender ref. no. cited above has be modified as follow :
(1) Bid Submission End Date : **26/03/2024 (Time : 5 PM)**
(2) Bid opening Date : **28/03/2024 AFTER 5.00 PM**
The other terms and conditions will remain unaltered.
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Commissioner, DMC

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/556/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road From H/O Dhritish Baidya to H/O Sadhan Majhi & H/O Nishi Manna to H/O Apu Dey at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.14,27,385.00
WBMAD/ULB/ RSM/561/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Drain from Padma Madhur Main Drain to H/O Buddhadev Mondal at Natunpally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.42,52,386.00

Bid Submission end date: **28.03.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

ED/10/P&G/23-24 তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড জি), এইচএমসি ৪টি বিভিন্ন কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গীতপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে টেন্ডার নোটিশ এবং পিঅ্যান্ডজি বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) : ২৩.০৩.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_681739।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩০২(৩)/২৩-২৪ **এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার**
১১.৩.২৪ **হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/553/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road From H/O Amoresh Gayen H/O Kartick Naskar at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.9,83,375.00
WBMAD/ULB/ RSM/554/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of concrete road from H/O Sanatan Mondal to H/O Mukunda Mondal at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,09,613.00
WBMAD/ULB/ RSM/555/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road From Vivekananda School to H/O Ajoy Halder & H/O Dilip Mondal to H/O Sukumar Singha at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.8,15,649.00
WBMAD/ULB/ RSM/557/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of concrete road from H/O Swapan Das to H/O Bhagirath Patari via Raju Mondal at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.6,93,301.00
WBMAD/ULB/ RSM/558/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road From H/O Kalpana Devnath to H/O Santosh Halder & H/O Gangha Dhar to H/O Monisha Mondal at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.8,15,649.00
WBMAD/ULB/ RSM/559/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road From H/O Gangha Dhar to H/O Prasad Das & New Tube well to H/O Tarun Mondal at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.8,97,213.00
WBMAD/ULB/ RSM/560/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of concrete road from H/O Bholanath Chakraborty to H/O Amar Hazra and H/O Dilip Manna to H/O Bhopal Baidya at Radha Gobinda Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,85,600.00
WBMAD/ULB/ RSM/562/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Drain from H/O Utpal Mondal to H/O Susanta Das at Radha Gobindra Pally in Ward No.- 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.7,55,316.00
WBMAD/ULB/ RSM/563/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Concrete Road , Surface Drain, Covered Drain & Cross Drain at Deshbandhu Park & Paschim Daspara in Ward No. - 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,23,130.00

Bid Submission end date: **20.03.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity
Certified by : Khadi & V.I. COMMISSION
ISO 9001 : 2008 Certified
BERHAMPORE, P.O. KHAGRA-742103, DIST. MURSHIDABAD, W.B
UNIQUE ID : WB/2016/0107965

Ref.No: CS/NIT-No. 1/2023-24/712 **Date: 11-03-2024**

Notice Inviting Sealed Tender: Date:12-03-2024

As per the decisions taken by the Renovation sub-committee of the institution on 09th March, 2024, the Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity invites sealed tender(including GST) from the eligible government registered contractors or interior decorators from whom who have sufficient government valid documents such as trade license, GST registration certificate, bank account, IT clearance and sufficient credentials to undertake the job of renovation and modernization at a sales centre of the Samity at Khadi Silk Emporioum, Shop no.:G-95 to 97, Dakshinapan Market Complex, Dhakuria, Kolkata-700068.
The tender paper, cost rupees Two thousand may be collected from the office at 1, A.C.Road, By lane-3, P.O. Khagra, behind J.N. Academy **from 13th to 14th March,2024 during the office time from 11 AM to 4 PM.** The interested contractors or interior decorators may be requested to purchase tender paper for dropping and participating in the tender bid along with 3D drawing, layout sketch and requisite papers and documents as asked.
The willing parties may visit the existing sales outlet at the said address before submitting their tender quotation.
For more details may contract with office of the Samity.
Tender will be opened on 2nd April, 2024 at 3.00 PM in the central office of the Samity at the aforesaid address in presence of the bidders. **Upto 2nd April, 2024** tenders may be dropped in the sealed dropped box upto 1.30 PM.The Samity deserves the full and unconditional right to reject or accept any tender or numbers of tenders.

Sd/-
Secretary
Chandrakanta Lalitmohan Resham Khadi Samity

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/564/23-24 Dated 06.03.2024	Construction of Class Room at Baikunthapur Junior Basic School, under ward Number 13, Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.13,70,656.00

Bid Submission end date: **28.03.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201

Notice Inviting e-Tender

e-Tender has been invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity vide **NIT No.: 19/SU/2023-24 & Memo No.: 214/SU, Date: 11.03.2024** for "Construction of Two Nos. Cement Concrete Road under Serampore-Uttarpara Panchayat Samity." Last date for submission of Tender: **30.03.2024 up to 04.00 PM** for Sl. No. 01 & 02. **Tender ID No 2024_ZPHD_683311_1 to 2.** For more details, visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned Office.

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 289 to 294/23-24 Dated- 08-03-24 & Extension of Bid due to inadequate number of bidder for NIeT 278 (Gr_1,4,5,7,9 to 14)

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on hehalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd. Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful **Agencies for completion of Civil & Electricsl works at Malda, North 24 Parganas, Burdwan, Howrah and Nadia District.** Tender document may be downloaded flom **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **09.03.2024 after 9.00 AM.** Bid submission end date **22.03.2024 upto 3.00 PM.** Extension for Bid. **NIeT_278 (Gr_1,4,5,7,9 to 14) end date 13-03-2024 upto 3:00 pm**
Date: 11.03.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 270, KOLKATA, TUESDAY
12 MARCH 2024, PAGE 8

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৪

পাঁচ টেস্টে ১০২ ছক্কা! কী ভাবে পারলেন রোহিতেরা? রহস্যের উত্তর দিলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজ ছক্কা মারায় নজির ভেঙে দিয়েছে ভারত। রোহিত শর্মারা গোটা সিরিজে ৭২টি ছক্কা মেরেছেন, যা বিশ্বরেকর্ড। ক্রিকেটের ধ্রুপদী ফরম্যাটেও কী ভাবে এত ছয় মারছে ভারত? উত্তর দিয়েছেন কোচ রাহুল দ্রাবিড়। মজা করে তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যাটিং দেখার কারণেই ছয় মারতে আরও উৎসাহী হয়েছেন ক্রিকেটারেরা।

দ্রাবিড়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ছয় মারার বহর নিয়ে। তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন, দলকে আমার ব্যাটিংয়ের ভিডিয়ো দেখাচ্ছিলাম। সেই দেখেই ওরা এত ছয় মারতে শুরু করেছে।

এর পরেই বলেছেন, সত্যি করে বলতে, ওদের ব্যাটিং দেখে খুব ভাল লাগছে। খেলাটাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। রোহিত শর্মার মতো একজন ক্রিকেটার রয়েছে আমাদের দলে, যে ছয় মারতে সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেকের ছয় মারার শক্তি, দক্ষতা এবং ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ। প্রতি বার ছয় মারার সময় আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখি।

'বাজ বল', অর্থাৎ আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার জন্য বিখ্যাত ইংল্যান্ড। কিন্তু চলতি সিরিজে যশস্বী জয়সওয়াল, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেলের মতো ক্রিকেটারেরাও দেখিয়ে দিয়েছেন কী ভাবে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে হয়। তাঁদের খেলা নিয়ে আগেই প্রশংসা করেছিলেন দ্রাবিড়।

ভারতের কোচ বলেছিলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে লড়াই করে টেস্ট জেতাই শুধু নয়, আগামী দিনেও একই কাজ করে দেখাতে হবে আমাদের। বিপক্ষকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিলে চলবে না। এই ম্যাচটা (ধর্মশালা) থেকে অনেক কিছু শিখ লাম।

পাঁচটা টেস্টের সিরিজে উত্থান-পতন থাকবেই। বার বার পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে। ক্রিকেটারেরা অনেক কিছু শিখেছে। সব পরীক্ষায় ওরা দারুণ ভাবে পাশ করেছে।

নিউজিল্যান্ডের 'ঐতিহাসিক জয়' ছিনিয়ে নিলেন ক্যারি-কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৪ উইকেটে ৭৭ রান নিয়ে হ্যাগলি ওভালে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ফলে জয়ের জন্য দরকার ছিল আরও ২০২ রান, ২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়াকে প্রথমবার হারাতে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ৬ উইকেট। পথটা অস্ট্রেলিয়ার জন্যও মোটেই সহজ ছিল না। ৩৪ রানে ৪ উইকেট এবং ৮০ রাসে ৫ উইকেট হারানোর পর লক্ষ্যটা বেশ কঠিনই হয়ে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ার জন্য।

কিন্তু অ্যালেক্স ক্যারি ও মিচেল মার্শের ব্যাটে বিপদ কাটিয়ে চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় সেশনে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট ৩ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। এর মধ্য দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ ২-০ ব্যবধানেও জিতে নিল প্যাট কামিন্সের দল।

বৃষ্টির কারণে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু হতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরি হয়। দিনের খেলা শুরুর পর দ্বিতীয় ওভারেই ট্রাভিস হেডকে (১৮) তুলে নিয়ে অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদি। কিন্তু অ্যালেক্স ক্যারিকে সঙ্গে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে মধ্যাহ্নবিরতি পর্যন্ত ৯৪ রানের জুটি গড়েন মিচেল মার্শ। বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার স্কোর দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৭৪। জয়ের জন্য দরকার ছিল আর ১০৫ রান।

ষষ্ঠ উইকেটে মার্শ-ক্যারির জুটিতে উঠেছে ১৪০ রান। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে এই জুটির অবদানই সবচেয়ে বেশি। ১ ছক্কা ও ১০ চারে ১০২ বলে ৮০ রান করা মার্শ ৫৫তম ওভারে দলীয় ২২০ রানে বেন সিয়ার্সের শিকার হন। এলবিডব্লিউ হন মার্শ। পরের বলেই মিচেল স্টার্ককে উইল ইয়াংয়ের ক্যাচে পরিণত করে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন সিয়ার্স। জয়ের জন্য তখনো ৫৯ রানের দূরত্বে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে সঙ্গে নিয়ে বাকি পথটা পাড়ি দেন ক্যারি।

৮ম উইকেটে কামিন্সের সঙ্গে ৬৪ বলে ৬১ রানের জুটিতে অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত করেন এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ১২৩ বলে ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন ক্যারি। দলীয় ২৭২ রানে ৬৫তম ওভারটা চার মেরে শুরু করেছিলেন ক্যারি। পরের বলে সিঙ্গেল নিয়ে প্রান্ত বদল করার পর আর স্ট্রাইকে যেতে পারেননি। ওভারের শেষ বলে চার মেরে জয় এনে দেন কামিন্স। ৪৪ বলে ৩২ রানে অপরাজিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক।

নিউজিল্যান্ডকে ভুলের মাশুলও দিতে হয়েছে। সকালের সেশনে দ্বিতীয় ওভারে ২৮ রানে ব্যাট করা মার্শের ক্যাচ ফেলেন রাচিন রবীন্দ্র। তবে সূর্যের আলো চড়া হয়ে ওঠার সঙ্গে ব্যাটিংও সহজ হয়ে এসেছে। চতুর্থ ইনিংসে ২৫০ রান কিংবা তার বেশি লক্ষ্য এ নিয়ে ২০তম বারের মতো তাড়া করে জিতল অস্ট্রেলিয়া, ২০০৬ সালের পর এ নিয়ে তৃতীয়বারের। আর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট জিততে নিউজিল্যান্ডের অপেক্ষাও আরও বাড়ল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড ১ম ইনিংসে ১৬২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭২

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে ২৫৬ ও ২৮১/৭ (ক্যারি ৯৮*, মার্শ ৮০, কামিন্স ৩২*, হেড ১৮ ; সিয়ার্স ৪/৯০, হেনরি ২/৯৪, সাউদি ১/৩৯)

ফল অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরা অ্যালেক্স ক্যারি (অস্ট্রেলিয়া)

সিরিজসেরা ম্যাট হেনরি (নিউজিল্যান্ড)।

সিরিজ অস্ট্রেলিয়া ২,০ ব্যবধানে জয়ী।

এক ডার্বিতেই তিনটি ভুল সিদ্ধান্ত রেফারির, তার পরেও 'ভার' নিয়ে চুপ ভারতীয় ফুটবল সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি আইএসএলের প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে অফসাইড ও পেনাল্টির ক্ষেত্রে এই বিতর্ক আরো বেশি হয়েছে। রবিবার মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে অন্তত তিনটি পেনাল্টির ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেফারি তেজস নাগভেঙ্কর। বার বার 'ভার' প্রযুক্তি চালু করার দাবি উঠেছে। কিন্তু 'ভার' নিয়ে চুপ সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না তারা।

রবিবারই অরুণাচল প্রদেশের ইটানদরে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল। সেখানে সংস্থার কার্যকরী সমিতি বৈঠক করে। উপস্থিত ছিলেন এআইএফএফ সফাপতি কল্যাণ চৌবে। সেখানে রেফারির মান নিয়ে কথা হয়েছে। এআইএফএফ-এর চিফ রেফারিং অফিসার একটি রিপোর্ট জনা দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, আইএসএলের ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে রেফারি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ, এত বিতর্কের পরেও রেফারির পক্ষেই কথা বলছেন এআইএফএফ।

বৈঠকে 'ভার' প্রযুক্তি চালু করা নিয়েও কথা হয়েছে। পাঁচটি এজেন্সির সঙ্গে নাকি কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে 'ভার' চালু করা যাবে না, এমনটা বলছেন না কর্তারা। তবে এই মরসুমে তা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়। পরবর্তী মরসুমের আগে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। সব ঠিক থাকলে পরের মরসুম থেকে এই প্রযুক্তি শুরু করা যেতে পারে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার বৈঠকে বসবে এআইএফএফ। সেখানে এই বিষয়ে আরও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবারের ডার্বিতে ১৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। বক্সে ক্লেটন সিলভার সঙ্গে ধাক্কা লাগে মোহনবাগানের গোলরক্ষক বিশাল কাইথের। রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি দেন। পরে রিপ্লে-তে দেখা যায়, বিশাল ইচ্ছা করে ধাক্কা মারেননি। এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যেখানে তাঁর কিছু করার ছিল না। বড় ম্যাচের শুরুতেই এমন একটি সিদ্ধান্ত রেফারি না-ও দিতে পারতেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার মোহনবাগানের জেসন কামিন্সকে বক্সে ফাউল করা হয়। স্পষ্ট দেখা যায়, কামিন্সের পায়ে মারা হয়েছিল। কিন্তু রেফারি সে ক্ষেত্রে পেনাল্টি দেননি। ম্যাচের শেষ দিকে আবার ইস্টবেঙ্গলের পিভি বিষ্ণুকে বাগান বক্সে ট্যাকল করা হয়। স্পষ্ট বিষ্ণুর পায়ে মারা হয়েছিল। রেফারি পেনাল্টি তো দেনই নি, উল্টে বিষ্ণুকেই ডাইভের জন্য হলুদ কার্ড দেখান। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে মাঠেই বিরক্তি প্রকাশ করেন দুই প্রধানের কোচ। কিন্তু তার পরেও চুপ এআইএফএফ। 'ভার' প্রযুক্তি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না তারা।

মুম্বইয়ের বোলারদের দাপটে ১০৫ রানে শেষ বিদর্ভ, ৪২তম রঞ্জি জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন রাহানেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোলারদের দাপটে ফাইনালের দ্বিতীয় দিনই ৪২তম রঞ্জি জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছে মুম্বই। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৫ রানে শেষ হয়ে গিয়েছে বিদর্ভ। অর্থাৎ, প্রথম ইনিংসে ১১৯ রানের লিড পেয়েছে মুম্বই। যা পরিস্থিতি, তাতে এখান থেকে মুম্বইকে হারাতে দ্বিতীয় ইনিংসে অনেক কসরত করতে হবে বিদর্ভকে।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফাইনালের প্রথম দিনই দাপট দেখিয়েছিলেন দু'দলের বোলারেরা। পড়েছিল ১৩টি উইকেট। দ্বিতীয় দিনেও সেটাই দেখা গেল। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগেই বাকি ৭ উইকেট হারাল বিদর্ভ। দ্বিতীয় দিনের খেলার শুরুতে বিদর্ভের রান ছিল ৩ উইকেটে ৩১। বাকি ৭ উইকেট পড়ে গেল ৭৪ রানে। বিদর্ভের মাত্র চার জন ব্যাটার দুই অঙ্কে পৌঁছেছেন। সর্বাধিক রান যশ রাঠৌরের। ২৭ রান করেছেন তিনি। শেষ দিকে যশ ঠাকুর ১৬ রান করেন। বাকি সবাই ব্যর্থ। মুম্বইয়ের হয়ে ধবল কুলকর্ণি, শামস মুলানি ও তনুশ কোটিয়ান ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন। ১টি উইকেট নিয়েছে শার্দূল ঠাকুর।

প্রথম দিন ব্যর্থ হয় মুম্বইয়ের ব্যাটিংও। মুশির খান (৬), অজিঙ্ক রাহানে (৭) এবং শ্রেয়স আয়ার (৭) ব্যর্থ। তাঁরা রান না পাওয়ায় চাপে পড়ে যায় মুম্বই। সেই চাপ আরও বাড়ে হার্দিক তোমর এবং শামস মুলানি রান না পাওয়ায়। তবে শার্দূল ৬৯ বলে ৭৫ রান করে দলের মান রক্ষা করেন। সেই রান না থাকলে ২২৪ রান হত না মুম্বইয়ের। ওপেনার পৃথ্বী শ করেন ৪৬ রান।

শেষ বার ২০১৫-১৬ মরসুমে রঞ্জি জিতেছিল প্রতিযোগিতার সব থেকে সফল দল। তার পরে দু'বার ফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল। এ বার আরও এক বার ভারতসেরা হওয়ার সুযোগ রয়েছে মুম্বইয়ের সামনে। সেই দিকেই এগোচ্ছেন রাহানেরা।

সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার কাছে লিখিত আশ্বাস দাবি বিনেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিক্সের জন্য ৫০ কেজি বিভাগে শর্তসাপেক্ষে ট্রায়ালে নামছেন কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট। এই ট্রায়াল জিতলে অলিম্পিক্সের দল গঠনের আগে তাঁকে ৫৩ কেজি বিভাগের জন্য চূড়ান্ত ট্রায়ালে নামতে দিতে হবে। সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার কাছে এই মর্মে লিখিত আশ্বাস দাবি করেছেন বিনেশ। সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন বিনেশ। আন্দোলনের জন্য অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জনের একাধিক প্রতিযোগিতায় নামতে পারেননি তিনি। সে সময় মহিলাদের ৫৩ কেজি বিভাগে ভারতের জন্য কোটা জিতেছিলেন অন্তিম পাঙ্ঘাল। তাই প্যারিস অলিম্পিক্সে মহিলা কুস্তির ৫৩ কেজি বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন অন্তিম।

বিনেশও আদতে ৫৩ কেজি বিভাগের প্রতিযোগী। অন্তিম ৫৩ কেজি বিভাগের কোটা জেতায় এবং আন্দোলনের কারণে ওজন কমে যাওয়ায় ৫০ কেজি বিভাগে ট্রায়াল দিচ্ছেন বিনেশ। যদিও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সব সাফল্যই ৫৩ কেজি বিভাগে। তাই বিনেশ চান, তিনি ৫০ কেজি বিভাগের ট্রায়ালে জিততে পারলে দল ঘোষণার আগে ৫৩ কেজি বিভাগের জন্য চূড়ান্ত ট্রায়ালে তাঁকে নামতে দেওয়া হোক। সে ক্ষেত্রে প্যারিস অলিম্পিক্সে ৫৩ কেজি বিভাগে নামার সুযোগ থাকবে তাঁর সামনে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নয়াদিল্লির কেন্দ্রে হচ্ছে মহিলাদের ৫০ এবং ৫৩ কেজি বিভাগের ট্রায়াল। দু'টি বিভাগেই অংশ নিতে চেয়ে সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার কাছে আবেদন করেছিলেন বিনেশ। কিন্তু সংস্থা সেই অনুমতি দেয়নি।

ক্যারি সেঞ্চুরির কাছে, জানতেনই না কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তখন ৭ উইকেটে ২৭২। জয়ের জন্য দরকার আর ৭ রান। স্ট্রাইকে থাকা অ্যালেক্স ক্যারি ৯৩ রানে অপরাজিত। ৬৫তম ওভারে বেন সিয়ার্সের প্রথম বলে চার মেরে সেঞ্চুরির সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছিলেন ক্যারি। পরের বলে নিলেন সিঙ্গেল। ক্যারির রান দাঁড়াল ৯৮। এরপর স্ট্রাইক পাওয়া অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স তিনটি বল 'ডট' দেন। ওভারটির শেষ বলে চার মেরে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট জয় নিশ্চিত করেন। ফলে দারুণ এক ইনিংস খেললেও ক্যারির সেঞ্চুরি আর হয়নি।

৮০ রানে ৫ উইকেট পড়ার পর ক্রিজে এসেছিলেন ক্যারি। সেখান থেকে দলকে নিয়ে গেছেন জয়ের বন্দর পর্যন্ত। কিন্তু তিনি সেঞ্চুরি না পাওয়ায়;অন্যভাবে বললে বেরসিক কামিন্স চার মেরে সেঞ্চুরিটা হতে দেননি;সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যারিকে নিয়ে আক্ষেপটা হচ্ছে। কেউ কেউ কামিন্সের সমালোচনাও করেছেন।

হ্যাগলি ওভালে চতুর্থ দিনে দ্বিতীয় সেশনে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ হাতে অবারিত সময় ছিল। কামিন্স তখন চার না মেরে পরের ওভারে ক্যারিকে স্ট্রাইক দিলেই সম্ভবত তিন অঙ্কে পৌঁছাতে পারতেন অস্ট্রেলিয়ার এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। তবে সেটি না হওয়ায় যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে, তা,ও বলা যায় না।কিন্তু কামিন্সের দাবিটা ভিন্ন। জয়ের পর অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক বলেছেন, অন্য প্রান্তে তাঁর সতীর্থ যে ৯৮ রানে অপরাজিত, সেটি তিনি জানতেন না। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কামিন্স বলেন, 'আমি জানতামই না যে তার রান তখন ৯৮! (সেঞ্চুরির পর) সে যদি উদ্‌যাপন করত এবং আমি খেয়াল করলাম না;সেটি বেশ বিব্রতকর হতো।'

তিন সংস্করণ মিলিয়ে সর্বশেষ ১৫ ইনিংসের মধ্যে এটি ক্যারির তৃতীয় ফিফটি। আজকের আগে সর্বশেষ ফিফটি গত জানুয়ারিতে ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। মাঝে চারটি ইনিংসে সেভাবে রান পাননি। তার আগে থেকেই নিজের ফর্ম নিয়ে চাপেই ছিলেন ক্যারি। কিন্তু ক্রাইস্টচার্চে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে তাঁর অবদান অসামান্য।

উইকেটের পেছনে ১০টি ক্যাচ নিয়েছেন। এরপর দলের বিপদের সময় ক্রিজে নেমে খেলেছেন ম্যাচ জেতানো ইনিংস। ১৫ চারে ১২৩ বলে ৯৮ রানের এই ইনিংসে দুবার রিভিউয়ের জন্য বেঁচেও যান ম্যাচসেরা ক্যারি।

অবশ্য ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ক্যারি জানিয়েছেন, সেঞ্চুরি না পাওয়া নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই তাঁর। দলের জয়ই তাঁর কাছে সবার আগে সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি, 'আমি এটা নিয়েই সন্তুষ্ট। আবারও স্ট্রাইকে যেতে চাইনি।'

লিভারপুল, সিটি ড্রয়ে লাভ আর্সেনালের, পাঁচ জয় দূরে ইন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগা আতলেতিকো আরও খাদে

লা লিগার শীর্ষ তিনটি স্থানে যথারীতি রিয়াল মাদ্রিদ, জিরোনা আর বার্সেলোনাই। তিনটি দলই এ সপ্তাহে নিজেদের ম্যাচে জয় পেয়েছে। এর মধ্যে বার্সেলোনা মায়োর্কাকে ১-০, জিরোনা ওসাসুনাকে ২-০ এবং রিয়াল মাদ্রিদ সেল্‌তা ভিগোকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। তিন দলই জয় পাওয়া ট্রফি-দৌড়ে ব্যবধানও আগের মতোই।

তবে লা লিগায় বিপদে আছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। কাদিজের মাঠে খেলতে গিয়ে আঁতোয়ান গ্রিজমানরা হেরেছেন ২-০ ব্যবধানে। সর্বশেষ তিন ম্যাচে আতলেতিকো পয়েন্ট হারিয়েছে ৪টি। ওদিকে অ্যাথলেটিক বিলবাও ছন্দে থাকায় উঠে আসছে ওপরের দিকে। অবস্থা এখন এমন, চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করতে সেরা চারে জায়গা ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আতলেতিকোর।

লিগ আঁ এমবাপ্পের বদলি-পর্ব চলছেই

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে খবর বেরোয়, মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়ার কথা ক্লাব পরিচালকদের জানিয়ে দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ২৫ বছর বয়সী ফরাসি তারকার এমন সিদ্ধান্তের পর তাঁকে বিদায় দেওয়ার 'প্রক্রিয়া' শুরু করেছে পিএসজি। এর পর থেকে লিগে টানা চার ম্যাচে বদলি করা হয়েছে এমবাপ্পেকে, যার সর্বশেষটি রোববার রেঁসের বিপক্ষে। পার্ক দ্য প্রিন্সের ম্যাচটি ২-২ ড্র করে পয়েন্টও খুইয়েছে পিএসজি; যদিও সপ্তাহ শেষে পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে এখনো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরাই।

প্রিমিয়ার লিগ শীর্ষে আরতেতার দল

গত মৌসুমে ২৪৮ দিন শীর্ষে থেকেও শেষ মুহূর্তে পা পিছলে ট্রফি জিততে পারেনি আর্সেনাল। এবার ট্রফির লড়াইয়ে বেশির ভাগ সময়ই শীর্ষ দুটি স্থানে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি। তবে ২৮তম রাউন্ডের পর লিভারপুলকে টপকে পয়েন্ট তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছে মিকেল আরতেতার দল। এ সপ্তাহে দুটি ম্যাচ খেলেছে আর্সেনাল, জিতেছে দুটিতেই। শেফিল্ডের বিপক্ষে ৬-০ ব্যবধানে, ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ২-১ গোলে। অপর দিকে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটি খেলেছে একটি করে ম্যাচ, সেটিও তাদের নিজেদের মধ্যে। রোববার রাতে অ্যানফিল্ডের ম্যাচটি শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। আর্সেনাল-লিভারপুল দুই দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোল ব্যবধানে (৭) এগিয়ে থাকায় গানাররাই শীর্ষে।

বুন্দেসলিগা বায়ার্নের ৮ গোলের উৎসব, তবু চওড়া হাসি লেভারকুসেনেরই

বুন্দেসলিগায় শীর্ষ পাঁচ দলের কেউই হারেনি গত সপ্তাহে। সব দলই খেলেছে একটি করে ম্যাচ, সে ম্যাচ জিতে নিজেদের মধ্যে ব্যবধানও ধরে রেখেছে আগের মতোই। এ সপ্তাহে সবচেয়ে বড় জয়টি পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় মাইনৎসকে ৮-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। হ্যাটট্রিক করেছেন হ্যারি কেইন। তবে সপ্তাহ শেষে মুখে চওড়া হাসি বায়ার লেভারকুসেনেরই। উল্ফসবুর্গকে হারিয়ে বায়ার্নের চেয়ে ১০ পয়েন্ট অগ্রগামিতা ধরে রেখেছে জাভি আলোনসোর দল। লিগে বাকি ম্যাচের সংখ্যা কমে আসায় প্রতিটি জয়ে ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে লেভারকুসেনের।

সিরি আ ইন্টারের চাই পাঁচ জয়

দুই মৌসুম পর আবারও ইন্টার মিলানের ট্রফি জয় অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে দুটি ম্যাচ খেলেছে ইন্টার, জিতেছে দুটিতেই।

দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসি মিলানের সঙ্গে ইন্টারের পয়েন্টের ব্যবধান এখন ১৬। ম্যাচ বাকি ১০টি। অর্থাৎ, এসি মিলান যদি তাদের পরের ১০ ম্যাচের সব কটিতে জেতেও, ইন্টার পাঁচটিতে হেরে পাঁচটিতে জিতলেই চ্যাম্পিয়ন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**